Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আসলাম সাইবা

রোলঃ 23100120460

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আসলাম সাইবা

রোলঃ 23100120460

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাকওয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া আসলাম সাইবা, আইডিঃ 23100120460 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাকওয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া আসলাম সাইবা

আইডিঃ 23100120460

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

তাকওয়া পরিচয় – 6

তাকওয়া স্তর– 9

মুত্তাকীদের পরিচয় – 11

তাকওয়া গুরুত্ব - 20

সকল নবী-রাসুল তাঁদের উম্মাতকে তাকওয়া নির্দেশ দিয়েছেন-...................................... 23

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসিয়ত.. 27

তাকওয়ার ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য... 33

অন্তরে কীভাবে তাকওয়া সৃষ্টি হবে? 37

তাকওয়ার উপকারিতা – 62

তাকওয়া অর্জনের উপায় ও মাধ্যম-.. 73

শেষ কথা- 82

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর নিকট সাহায্য ও ক্ষমা চাই এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি কুপ্রবৃত্তি থেকে। আল্লাহ পাক যাকে সৎ পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সৎ পথে পরিচালিত করতে পারে না। আমাদের প্রানপ্রিয় নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সহচরদের (সাহাবীদের) প্রতি রহমত, বরকত ও শান্তিবর্ষণ করুন।

আল্লাহ সুবহাতাআ'লা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিমনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। (সাবধান! অন্য কোনও অবস্থায় যেন) তোমাদের মৃত্যু না আসে; বরং এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম।

(সুরা আল-ইমরান-১০২)

আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তাঁর নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁর দয়ার বাহনে চড়িয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান, আর করুণা করে সর্বোত্তম পরিণতি দান করেন। আমীন।

তাকওয়া পরিচয় –

তাকওয়া (التقوي) শাব্দিক অর্থ আল্লাহভীতি, আত্মসংযম,বেঁচে থাকা, সচেতনতা বা পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

ফিরোজাবাদি বলেন-('تقوى')তাকওয়া ক্রিয়াপদটির তিন বর্ণের মূল ধাতুর অর্থ হলো নিজেকে পাপাচার হতে রক্ষা করা, নিষিদ্ধ কাজ হতে সুরক্ষিত রাখা।
[আল্লামা ফিরোজাবাদি; বাসাইরু যাওয়িত তামীয, ২/১১৫]

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন: 'তাকওয়া' এর প্রকৃত অর্থ হলো শঙ্কিত বস্তু থেকে আত্মাকে রক্ষা করা।
[আলমুফরুদাতু ফী গারীবিল কুরআন: ৫৩০]

আবু বকর বলেন-(رجل تقي)পরহেযগার ব্যক্তি। এর বহুবচন أتقياء আসে।
এর অর্থ হল-সে নিজের নফসকে নেক-আমলের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং আজাব থেকে বাঁচিয়েছে।

সাহাবাগণ বলেছেন-

كُنَّا إِذَا احْمَرَ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم

লড়াই যখন তুমুল পর্যায়ে চলে যেত এবং লোকেরা একে অপরের সামনে এসে যেত- তখন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঢাল বানিয়ে নিতাম। (আল-মুসনাদ,আহমাদ:১৩৪৭)

অর্থাৎ আমরা নিজেদেরকে সামনে থেকে বাঁচানোর জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঢাল বানিয়ে নিতাম। অতঃপর তাঁর আড়ালে থেকে শত্রুর উপর হামলা করতাম। এভাবেই আমরা তাঁর পিছনে থাকতাম।

তাকওয়া পারিভাষিক অর্থ : গুনাহ করার সকল উপকরণ থাকার পরও শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত না হওয়া।

আলি (রা.) বলেন, "তাকওয়া মানে (এই চারটি গুণের সমন্বয়) সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা, ওহির আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিচার-দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।"
[সালিহ শামী; সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১/৪২১]

তালক্ব বিন হাবীব বলেন–

আল্লাহর রহমতের আশায়, তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে, তাঁর আনুগত্য করা। আল্লাহর ভয়ে, তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে, তাঁর অবাধ্যতা পরিত্যাগ।

আবদুল্লাহ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহু বলেন–

তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল-আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁর আদেশসমূহের অনুসরণ করা। নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। তাঁর নিয়ামাত অর্জনের আশা। তাঁর সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করা। আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালবাসা।
[আল-মাজাল্লাতুল বুহুসুল ইসলামিয়াহ, রিয়াদ, ৫০৯ সংখ্যা]

শরয়িভাবে এটি হল তাকওয়ার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা। অতএব, তাকওয়া অর্জিত হবে মহান আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে ও শরিয়তের আবশ্যকীয় ও মুস্তাহাব আমলসমূহ করা এবং শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় আমলগুলো পরিহার করার মাধ্যমে। যা প্রকাশ পাবে আল্লাহর ভয় ও আশা এবং তার মহব্বতের আকৃতিতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

'শুধু আমাকেই ভয় কর।'
(সূরা বাকারা:৪১)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

'আর তোমরা সেদিনের ব্যাপারে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।'
(সূরা বাকারা:২৮১)

তাকওয়া শুধু ভয়-ভীতির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না বরং ভয়-ভীতির পাশাপাশি আল্লাহর নিয়ামত অর্জনের আশা-আকাঙ্ক্ষা করাও রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বস্তুর সম্মান করাও আবশ্যকীয়। এসব মাধ্যম অবলম্বন করলেই তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব হবে। কারণ, 'তাকওয়া' হল অন্তরে থাকা আল্লাহর প্রতি ভয়। তাঁর প্রতি সম্মান-মর্যাদা রাখা। তার নজরদারির বিশ্বাস করা এবং তাঁর নিকট যা রয়েছে তার আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণের নাম হলো তাকওয়া।

আবুদ দারদা বলেছেন–

পরিপূর্ণ তাকওয়া হলো আল্লাহকে এই পরিমাণ ভয় করা যে, সরিষা দানা পরিমাণ গুনাহ থেকে তো বাঁচবেই, সন্দেহজনক হালাল বিষয় থেকেও বিরত থাকবে। এ কথারই নিগূঢ় অর্থমর্ম ওঠে এসেছে (কুরআনের) এই আয়াত দুটিতে:

* فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ *وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"অতএব, যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করেছে, সে তা দেখবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে, সেও তা দেখবে। "
(সূরা যিলযাল ৯৯:৭-৮)

(আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক; কিতাবুয যুহদ, ২/১৯। নুআইম ইবনু হাম্মাদের যোগকৃত অতিরিক্ত অংশে বর্ণনাটি রয়েছে)

তাই অবহেলা করে কোনো নেক আমলই ছেড়ে দিয়ো না। আবার কোনো বদ আমলকেই ছোট ভেবে তাতে জড়িয়ে পড়ো না।

তাকওয়া স্তর–

প্রথমত সকল শিরকী ও কুফরী কথা, কাজ কিংবা বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকা। চিরস্থায়ী আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

আল্লাহ ﷻ বলেন-

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

তাঁদের (সাহাবায়ে কেরামের) জন্য তাকওয়া অবলম্বনের বিষয় অপরিহার্য করে দিলেন। আর তাঁরাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। (সূরা আল-ফাতাহ:২৬)

তাকওয়া এজন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, বান্দা যেন তাকওয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। প্রতিটি গুনাহ দ্বারা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়। কোন পিতা-মাতা যেমন চান না যে,সন্তান ও তাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হোক। আল্লাহ তা'আলাও চান না যে, বান্দা ও তাঁর মাঝে দূরত্ব তৈরি হোক। তাকওয়ার দাবি হলো আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অন্তরে রাখা। তাকওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মেহেরবানী। আল্লাহ চান যে, বান্দা গুনাহ থেকে বেঁচে তাকওয়ার বরকতে আমার বন্ধুত্বের তাজ তার মাথার উপর রাখুক।

দ্বিতীয়ত সকল বাধ্যতামূলক কাজ করা এবং নফসকে কবীরা,ছগীরা,প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ এবং সকল নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহ ﷻ বলেন –

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন উভয় প্রকার গুনাহ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই যারা পাপ কামাই করে, তাদেরকে শীঘ্রই ঐ সমস্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে তারা লিপ্ত হত। (সূরা আনআম-১২০)

তৃতীয়ত বাধ্যতামূলক কাজ করার পর মুস্তাহাব কাজগুলো করার চেষ্টা করা এবং হারামের পাশাপাশি সন্দেহযুক্ত ও মাকরূহ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহ ﷻ বলেন-

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত।

(সূরা আল-ইমরান-১০২)

চতুর্থত হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে প্রয়োজনে কিছু হালালও ছেড়ে দেয়া। তবে এটা কেবল তখনই প্রশংসনীয় যখন এই ভয় দলীলভিত্তিক হবে। কিন্তু যদি ভয় অজ্ঞতাপ্রসূত হয়-তবে সেটা এক ধরনের 'ওয়াসওয়াসা' কিংবা মানসিক রোগ হতে পারে যা পরিহার্য।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 'তাকওয়ার স্তর তিনটি-

প্রথম স্তর: অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ ও হারাম কাজ থেকে বাঁচানো।

দ্বিতীয় স্তর: অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মাকরূ থেকে বাঁচানো।

তৃতীয় স্তর: অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বাঁচানো।

এর মধ্যে প্রথম স্তর মানুষকে জীবন দান করে। দ্বিতীয় স্তর সুস্থতা ও শক্তি দেয়। তৃতীয় স্তর মানুষের জীবনে খুশি-আনন্দ ও সজীবতা নিয়ে আসে।'

আনুগত্য ও নেক কাজ তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম ও উপকরণ। আর সমস্ত অবাধ্যতা ও গুনাহ তাকওয়া অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক।

একজন কবি বলেন~

'মানুষ চায় তার প্রার্থিত ও আরাধ্য সকল কিছু যেন অনায়াসে জুটে যায। কিন্তু সে তা-ই পায়, আল্লাহ যা তাকে দেন। মানুষ বলে, আমার কল্যাণ, আমার সম্পদ। অথচ সে যা কিছু থেকে উপকৃত হয়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহর ভয়)।'

মুত্তাকীদের পরিচয় –

মুত্তাকী অর্থ তাকওয়া অবলম্বনকারী। আর তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট বিষয়গুলোকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। তা বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর হওয়া। আর তার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা। তা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। এভাবে পালনীয় বিষয়কে পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে বর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। আখেরাতে জান্নাত লাভের উপযুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকা। আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা হওয়া।

তাকওয়ার মাঝে রয়েছে সতর্কতার অর্থ। আল্লাহর আদেশ পালন করতে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন পূর্ণ সতর্কতা ও সজাগ দৃষ্টি। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. একদিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে তাকওয়া সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, আপনি কি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন?

তিনি বললেন, অবশ্যই।

তিনি বললেন, তখন আপনি কীভাবে পথ চলেছেন?

তিনি বললেন, তখন তো কাপড় গুটিয়ে কষ্টে পার হয়েছি।

তিনি বললেন, এটাই তাকওয়া।
(দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর সূরা বাকারা ৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

এ সতর্কতা অবলম্বন করে একজন ব্যক্তি সফল মুমিন হিসেবে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে থাকে। সে আল্লাহ তাআলার কাছে হয়ে ওঠে মর্যাদাবান। লাভ করে প্রভূত কল্যাণ। একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুত্তাকী হওয়ার জন্য প্রয়োজন অনেকগুলো গুণ অর্জন করা। কুরআন কারীম মুত্তাকীদের সেসব গুণাবলির কথা তুলে ধরেছে। কুরআন মাজীদ এসব গুণাবলির কথা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে তুলে ধরেছে। সেসব গুণাবলির মধ্যে কিছু গুণ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ নিচে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কুরআনে কারীমের একেবারে শুরুতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

الٓمّٓ،ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ،الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ،اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এটি একমাত্র কিতাব। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হেদায়েত সেসব ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে। যত্নের সঙ্গে সালাত আদায় করে। এবং তাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। আর যারা ঈমান আনে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও। তারা আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরাই আপন রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর রয়েছে। আর তারাই সফলকাম। (সূরা বাকারা-১-৫)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের পাঁচটি গুণের কথা তুলে ধরেন।

১/ যারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে।

২/ যথাযথভাবে নামায আদায় করে।

৩/ আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে খরচ করে।

৪/ আপনার উপর এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে।

৫/ আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে।

এই আয়াতে মুত্তাকীর মোট পাঁচটি গুণের কথা তুলে ধরেছেন। এই পাঁচটি গুণ যে অর্জন করতে পেরেছে তাকে আল্লাহ তাআলা সফল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আর যে তা অর্জন করেছে তার জন্য হেদায়েতের উপর থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ
وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ
وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং পুণ্য হল (সেই ব্যক্তির কার্য্যাবলি) যে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিন ও ফিরিশতাদের প্রতি এবং (আল্লাহর) কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালবাসায় নিজ সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞাকারীদেরকে এবং দাসমুক্তিতে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং যারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে এবং সঙ্কটে, কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা, যারা সত্যবাদী (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী।
(সূরা বাকারা- **১৭৭**)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের ছয়টি গুণের কথা তুলে ধরেছেন :

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা।

২. আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা।

৩. ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনা।

৪. কিতাবের প্রতি ঈমান আনা।

৫. নবীদের প্রতি ঈমান আনা।

৬. সম্পদের প্রতি মনের টান থাকা সত্ত্বেও তা নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, যাঞ্চাকারী ও গোলাম আযাদের জন্য দান করা।

৭. যথাযথভাবে নামায আদায় করা।

৮. যাকাত আদায় করা।

৯. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

১০. দুঃখ-দুর্দশা ও সংঘাতের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের মোট দশটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। এই দশটি গুণ যে অর্জন করেছে তাকে আল্লাহ সত্যবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তার জীবনে কথা ও কাজে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পেরেছে। অর্থাৎ সে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ ও অন্যান্য জরুরি বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে। ঠিক যেসব কাজ বাস্তবে করা প্রয়োজন তা সে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ وَ اللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ،اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ،اَلصّٰبِرِيْنَ
.وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিসের সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে এমন বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং (তাদের জন্য আছে) পবিত্র স্ত্রী ও আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আল্লাহ সকল বান্দাকে ভালোভাবে দেখছেন। যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (তোমার প্রতি) ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, ইবাদতগোযার, (আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে) অর্থ ব্যয়কারী এবং সাহরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারী।
[সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৫-১৭]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন তা হল :

এক. যারা নিজেদের ঈমানের উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের গুনাহ ক্ষমার আবেদন জানায়।

দুই. যারা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের দুআ করে।

তিন. যারা ধৈর্যশীল।

চার. যারা সত্যবাদী।

পাঁচ. যারা আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত।

ছয়. যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।

সাত. যারা ভোর বেলায় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনায় মগ্ন থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ،الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ
وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ،وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.

এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা কর, যার প্রশস্ততা আকাশম-ল ও পৃথিবীতুল্য। তা সেই মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে- যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালবাসেন। এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে—আর আল্লাহ ছাড়া আর কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না।
[সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৩-১৩৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের যেসব গুণাবলি উল্লেখ করেছেন তা হল-

১. যারা সুখে-দুঃখে আল্লাহর রাস্তায় দান করে।

২. যারা ক্রোধ সংবরণ করে।

৩. যারা লোকদেরকে ক্ষমা করে।

৪. যাদের থেকে কোনো গুনাহের কাজ ঘটে গেলে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং পরক্ষণেই নিজেদের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

৫. যারা তাদের থেকে ঘটে যাওয়া গুনাহের উপর জেনেশুনে অবিচল থাকে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ، هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ،مَنْ خَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ.

আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতকে এত নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে যে, কোনো দূরত্বই বাকি থাকবে না। (এবং বলা হবে যে,) এই সেই জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে এভাবে দেওয়া হত যে, এটা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ-অভিমুখী থাকে এবং নিজেকে রক্ষা করে চলে। যে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে- তাঁকে না দেখেই। এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে আসে। [সূরা কফ (৫০) : ৩১-৩৩]

এই আয়াতগুলোতেও আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের কয়েকটি গুণাবলির কথা তুলে ধরেছেন :

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ-অভিমুখী হয়।

২. নিজেকে রক্ষাকারী। অর্থাৎ সবসময় সতর্ক থাকে। আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান পালনে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। সবধরনের গুনাহ থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে বেঁচে থাকে।

৩. আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে।

৪. আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরাবারে হাজির হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন-

. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ،اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে হাজির হবে। (সেই নাজাত লাভ করতে পারবে।) [সূরা শুআরা (২৬) : ৮৮-৮৯]

উপরে কুরআন মাজীদ থেকে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মুত্তাকীদের বিভিন্ন গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। মুত্তাকী ব্যক্তি এসব গুণ অর্জন করায় তার জন্য রয়েছে বিভিন্ন সুসংবাদ। আখেরাতে তার জন্য থাকবে নানা নিআমত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের জন্য যেসব সুসংবাদ ও প্রতিদানের কথা এসেছে তা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হল :

এক. মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও ভালবাসা লাভ করে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

.اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।
[সূরা তাওবা (৯) : ৪]

দুই. মুত্তাকীগণ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত ও দয়া লাভ করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

.وَ رَحْمَتِیْ وَ سِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ

আর আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এ রহমত (পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।
[সূরা আ'রাফ (৭) : ১৫৬]

তিন. তাকওয়া মুত্তাকীদের জন্য ঈমান ও হেদায়েতের আলো প্রজ্জলিত করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দুটি অংশ দান করবেন। তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন এমন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
[সূরা হাদীদ (৫৭) : ২৮]

চার. মুত্তাকীগণ দুনিয়াতে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আখেরাতে সফলকাম।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

এরাই আপন রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম। [সূরা বাকারা (২) : ৫]

পাঁচ. আখেরাতে মুত্তাকীদের জন্য থাকবে চির নিআমতরাজির উদ্যান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ.

নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ বিভিন্ন বাগবাগিচা ও নানা প্রস্রবণের মাঝে থাকবে। [সূরা হিজর (১৫) : ৪৫]

ছয়. মুত্তাকীগণ আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য লাভ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।
[সূরা বাকারা (২) : ১৯৪]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জন এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করুন- আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।
(মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম)

তাকওয়া গুরুত্ব -

বান্দার জন্য তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরার মত উপকারী কোন আমল নেই। তাই আল্লাহ তাআলার রাসুল, এমনকি সাহাবা তাবেইন আইম্মায়ে দীন এবং সালাফে সালেহীনগণ ইমানদারদেরকে তাকওয়ার অলংকারে অলংকৃত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবুল কাসিম ইবনু ইউসুফ মাগরিরি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু এর নিকট আবেদন করলেন, যেন তাকে এমন কোন নসিহত করেন যা তার দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের কারণ হয়। তখন তিনি তাকে তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ করে বললেন, বোধসম্পন্ন ও আমলকারীর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নসিহত থেকে বেশি উপকারী কোন ইলম নেই।
(আল-ওয়াসিয়্যাতুস সুগরা, ইবনু তাইমিয়া)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকওয়ার উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। সেইসাথে ওই পথও বলে দিয়েছেন, যে পথে চললে তাকওয়া অর্জন করা যাবে।

তাকওয়ার বিরাট মর্যাদা এই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খুতবা তাকওয়ার নির্দেশসংবলিত আয়াত দ্বারা শুরু করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের পর থেকে খুতবা ও ওয়াজেও এই ধারা চলমান আছে। আল্লাহর নিকট তাকওয়ার গুরুত্ব কী পরিমাণ, তা এ থেকে বোঝা যায়, স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে নবি! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(সুরা আহজাব :১)

তাকওয়ার গুরুত্ব এবং আল্লাহর নিকট এর মর্যাদা এত অধিক যে, পৃথিবীতে যখন তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া বিরাট কঠিন কাজ ছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা সর্বাধিক ধৈর্যধারণকারী, বীর-বাহাদুর, পূত-পবিত্র ও সকল উত্তম গুণের সমাহার রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ইসলামের জন্য নির্বাচন করেছেন, অতঃপর নবুয়তের ধারক নবি-রাসুলগণকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

'তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা নির্দেশসহ ফেরেশতাদের এই মর্মে অবতীর্ণ করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব, আমাকে ভয় করো।'

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া আদেশ করেছেন -

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেছেন, তিনি আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের সকলকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। (সূরা নিসা: ১৩১)

জনৈক তালিবুল ইলম তার শায়খকে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ওই বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে উপদেশ দিয়েছেন। আর তা হলো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ.

(সূরা নিসা: ১৩১; বাসায়িরু যাবিত তাময়িয: ৫: ২৬১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং সে ব্যক্তি থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে অসংখ্য নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করো ও সতর্ক থাকো আত্মীয়স্বজনদের (অধিকার) সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা: ১)

সকল নবী-রাসুল তাঁদের উম্মাতকে তাকওয়া নির্দেশ দিয়েছেন-

আল্লাহ তাআলা যত রাসুল প্রেরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের উম্মতকে তাকওয়া আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্ব প্রথম নুহ আলাইহিস সালাম স্বীয় উম্মতকে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় কর না।
(সুরা মুমিনুন: ২৩)

অন্যত্র আরেক আয়াতে এসেছে-

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি ভয় নেই?
(সুরা শুআরা:১০৫-১০৬)

নুহ আলাইহিস সালামের পর নবি হুদ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে সেই আদেশই দিয়েছিলেন যা নুহ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল তোমরা কি ভয় কর না।
(সুরা শুআরা:১২৪)

হুদ আলাইহিস সালাম এর পর সালিহ আলাইহিস সালাম আসলেন। তিনিও স্বগোত্রের লোকদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলেছিল তোমরা কি ভয় কর না! (সুরা শুআরা: ১৪২)

অনুরূপ শুআইব আলাইহিস সালাম এর আলোচনা হয়েছে-

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

যখন তাদেরকে শুআইব বলল যে, তোমরা কি ভয় কর না!
(সুরা শুআরা:১৭৭)

ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালাম তার গোত্রকে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

'আর ইবরাহিমকে স্মরণ কর যখন সে তার গোত্রকে বলেছিল,
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাকে ভয় কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।
সুরা আনকাবুত: ১৬

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য বেশি বেশি অসিয়ত করেছেন-

কুরআনে কারীম ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকেই বেশি বেশি তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সত্তরবারের বেশি إِتَّقُوا الله

অথবা اِتَّقُوْا رَبَّكُمْ বলে তাকওয়ার আদেশ করেছেন এবং এর কাছাকাছি শব্দ দিয়েও তাকওয়ার কথা বলেছেন। ইরশাদ করেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। (সূরা বাকারা: ১৮৯)

আরও ইরশাদ করেছেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ অবশ্যই খোদাভীরুদের সঙ্গে আছেন। (সূরা বাকারা: ১৯৪)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। (সূরা বাকারা: ১৯৬)

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমাদের অবশ্যই তাঁর সামনে সমবেত করা হবে।
(সূরা বাকারা: ২০৩)

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقُوهُ.

এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহর মুখোমুখি হতে যাচ্ছো।
(সূরা বাকারা: ২২৩)

. وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান। (সূরা বাকারা: ২৩১)

আরও ইরশাদ করেন,

.وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।
(সূরা বাকারা: ২৩৩)

.اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। (সূরা বাকারা: ২৭৮)

.وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা বাকারা: ২৮১)

.وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।
(সূরা বাকারা: ২৮২)

এগুলো তো শুধু সূরা বাকারাতে এসেছে। অন্যান্য সূরাগুলোতে আরও বেশি এসেছে। আল্লাহ তাআলা এই একটি বিষয়কে এত বেশি পরিমাণে বলে মানুষের জন্য তাকওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসিয়ত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে পৃথকভাবে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ করতেন। যেমনিভাবে সকল উম্মতকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন।

১/ নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খুতবায় বলেন-

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أما بعد

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নফসের অনিষ্টতা ও মন্দ আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়াত দান কেরন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথচ্যুত করেন

তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন ইলাহ
নেই। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল।

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সুরা আল ইমরান :১০২)

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর। যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞানীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ন রয়েছেন।
(সূরা নিসা:১)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব:৭০-৭১)

হামদ ও সালাতের পর তাঁর প্রয়োজনের আলোচনা করতেন।

এছাড়াও নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সাহাবাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন। যেগুলোর কিছু বর্ণনা এই-

২/ আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপকাজ হয়ে যাওয়ার পর সাথে সাথে নেক কাজ করতে থাক। নেক কাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর।
[আস-সুনান,তিরমিজি শরিফ :১৯৮৭]

আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহু বলেন যে, এখানে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকওয়া এবং উত্তম চরিত্র একসাথে বর্ণনা করেন যে, তাকওয়া আল্লাহ তাআলা ও বান্দার পারস্পরিক ব্যাপারগুলো সংশোধন করার মাধ্যম। আর উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে বান্দা ও মাখলুকের পারস্পরিক ব্যাপারগুলো সংশোধিত হয়। [আল ফাওয়ায়িদ:৬৯]

৩/ সাইয়িদুনা আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন- "আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটিই হচ্ছে সকল জিনিসের মূল।"
(সিলসিলা সহিহাহ:৫৫৫)

৪/ সাইয়িদুনা ইরবাদ ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

একদিন ফজরের সালাতের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন এক উচ্চাঙ্গের নসিহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এ তো বিদায়ি ব্যক্তির নসিহতের ন্যায়। ইয়া রাসুলাল্লাহ্। আপনি আমাদের উপর কী অসিয়্যাত করে যাচ্ছেন?

তিনি বললেন-

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

তোমাদের আমি আল্লাহকে ভয় করার অসিয়্যাত করছি। যদি হাবশি গোলামও তোমাদের নেতা বা শাসক নিযুক্ত হয়, তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে। তার নির্দেশ শুনবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে। কারণ তা হল ভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগ পাবে, তার কর্তব্য হল আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতের উপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে।
[আস সুনান,তিরমিজি :২৭৭৬,আবু দাউদ :৪৬০৭]

৫/ সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি। অতএব, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "অবশ্যই তুমি আল্লাহ তাআলার ভয় (তাক্বওয়া) অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ জায়গায় যাওয়ার সময় তাকবির ধ্বনি দিবে। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল সে সময় রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তার পথের ব্যবধান কমিয়ে দাও। তার জন্য সফর সহজতর করে

দাও।" (আস-সুনান, তিরমিজি: ৩৪৪৫ ইমাম আস-সুনান, তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন)

৬/ আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি-তিনি বিদায় হজ্জের খুতবায় বলেছেন-

اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ .قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً

"তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। তোমাদের উপর ফরজকৃত পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায় কর। তোমাদের উপর ফরজকৃত মাসের রোজা রাখ। তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর। তোমাদের আমিরের আনুগত্য কর। তাহলেই তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। "
[আস-সুনান, তিরমিজি: ৬১৬ ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লহু হাদিসটি হাসান সহিহ বলেছেন]

৭/ সাইয়্যিদুনা নুমান ইবনু বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে | ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। "

(আস সহিহ,আল বুখারি:২৫৮৭,সহিহ মুসলিম :৬২৩)

৮/ সাইয়িদুনা জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اتقوا الله في النساء

মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।"[সহিহ মুসলিম :১২১৮]

রাসূলে কারীম-এর স্ত্রীগণকে (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না) তাকওয়ার নির্দেশ-

মহান আল্লাহ তাকওয়ার নির্দেশ রাসূলে কারীম-এর পবিত্র স্ত্রীগণকেও প্রদান করেছেন। তিনি বলেন -

وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً.

"হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।"
[আল-আহযাব: ৫৫]

শায়খ অমৃতসরী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন: (وَاتَّقِيْنَ الله) অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর, হে নবী কারীম-এর স্ত্রীগণ। [তাফসীরুল কুরআন বিকালামীর রাহমান: ৫৪১]

শায়খ সা'দী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন: (وَاتَّقِينَ الله) অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। [তাফসীরুস সা'দী: ৭৩১]

তাকওয়ার ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য

১/ সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খুতবায় বলতেন-

أوصيكم بتقوى الله

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি।' [মুসতাদরাক হাকিম:৩৪৪৭]

২/ আমিরুল মুমিনিন সাইয়িদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু উমরের নিকট চিঠি লিখলেন-

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه ومن أقرضه ومن شكره زاده واجعل التقوى نصب عينيك وجلا قلبك

হামদ ও সালাতের পর! অবশ্যই আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় আজাব থেকে মুক্তি দিবেন। যে তাকে করজ দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদান দিবেন। আর যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে তিনি তার উপর স্বীয় নিয়ামতকে আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তুমি তাকওয়াকে নিজের চোখের সামনে রাখ এবং নিজের অন্তরের উজ্জ্বলতা বানিয়ে নাও। [জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম:১৫১]

৩/ নবিজির জামাতা সাইয়িদুনা আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে জিহাদি কাফেলার আমির বানিয়ে তাকে উপদেশ দিলেন-

أوصيك بتقوى الله عز وجل لا بد لك من لقياه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة

আমি তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি। কেননা এটি ব্যতীত কোন পথ নেই এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তোমার নিঃশেষ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব। কেননা তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক।

(জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম:১৫১)

৪/ উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহু এক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন-

أوصيك بتقوى الله عز وجل لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها وإياك من المتقين فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله وإياك من المتقين

আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি। তিনি শুধু সেই আমলগুলোই কবুল করেন যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর। তিনি শুধু তাকওয়ার নিয়তের সাথে কৃত আমলের প্রতিদান দেন। এ ব্যাপারে ওয়ায-নসিহত করার মত অনেকেই রয়েছে কিন্তু এর উপর আমল করার মত লোক খুবই কম হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দিন। (জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম:১৫১)

৫/ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শু'বা রাহিমাহুল্লাহু বলেন-

كنت إذا اردت الخروج قلت للحكم ألك حاجة فقال أوصيك بما أوصى به النبي معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

যখন আমি শহরের বাইরে যেতে চাইতাম তখন মদিনার আমিরকে বলতাম, আমাকে কিছু বলে দেন? তখন তিনি আমাকে বলতেন, আমি তোমাকে সেই জিনিসের উপদেশ দিচ্ছি যে জিনিসের উপদেশ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছেন। (আর সেটি হল) তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ কর। তাহলে গুনাহ মিটে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। (জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম:১৫১)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন বলেন-

يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

"তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় করবে। আর গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে গুনাহের পর সাথে সাথে নেক কাজ করে নিবে তাহলে সেই গুনাহটি মিটে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। "
[আস সুনান,তিরমিজি :১৯৮৭]

সাইয়িদুনা মুআজ ইবনু জাবালের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মান ও মর্যাদা এই হাদিস থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, তিনি তার হাত ধরে বলেছিলেন-

يا معاذ والله إني لأحبك

'হে মুআজ! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে মহব্বত করি। ' (আবু দাউদ :১৫২৪)

হযরত মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সম্মাণিত সাহাবি, যার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل

"আমার উম্মতের মাঝে হালাল-হারামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হল মুআজ ইবনু জাবাল।"
[আস সুনসন,তিরমিজি :৩৭৯০]

তারপরেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর।' এর দ্বারাই তাকওয়ার ফজিলত অনুমান করা যায়।

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أكثر ما يُدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وسُئِلَ ما أكثر ما يُدخِلُ النار قال الأجوفان الفم والفرج

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসের বিনিময়ে বেশীর ভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন, "তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের বিনিময়ে।" তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বলেন, "দু'টি অঙ্গ-মুখ ও লজ্জাস্থান। "[৩৯]

৮/ শাইখ আবদুল আজিজ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহু মানুষদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন।

তারপর কুরআনের এই আয়াত নিয়ে আসেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে তা চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন'। [সুরা হাশর: ১৮](মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ৫৯ সংখ্যা)

আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করা অর্থা' তাকওয়া অবলম্বন করা। আর আল্লাহ তাআলার তাকওয়া-ই হল তাঁর ইবাদত: যা অর্জিত হয় তাঁর বিধানাবলী ও হুকুম-আহকাম পালন করার মাধ্যমে এবং তার নিষেধাবলী থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে।

অন্তরে কীভাবে তাকওয়া সৃষ্টি হবে?

তাকওয়া অর্জিত হলে অন্তর প্রশান্ত হবে। বক্ষ খুলে যাবে। তাকওয়া অন্তরে কখনো দুর্বল হয়, কখনো দৃঢ় সুউচ্চ পাহাড়ের মতো শক্তিশালী এবং সূর্যের মতো দীপ্তিমান হয়। সবচেয়ে বড় তাকওয়া হলো, আল্লাহ তাআলাকে যথাযথভাবে ভয় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, যেভাবে আল্লাহ ভয় করতে বলেছেন। তিনি যা করতে বলেছেন তা করো এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো। কিন্তু আপসোস! আল্লাহ তাআলাকে এমন ভয় করার মতো লোক খুবই কম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে খুব ভালোভাবে অনুসরণ করো। মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ তাআলাকে যথার্থ ভয় কীভাবে করা হবে? তিনি বললেন, পূর্ণরূপে তাঁর অনুসরণ করা, নাফরমানি না করা। তাঁকে স্মরণ করা, কখনো তাকে ভুলে না যাওয়া। শোকর আদায় করা এবং কখনো তাঁর অকৃতজ্ঞ না হওয়া। (বাছয়িরু যাবিত তাময়িয: ৫: ২৫৭)

কুরআন-হাদিসের আলোকে অন্তরে তাকওয়ার বীজ বপন করার চারটি পদ্ধতি। নিচে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো-

১/বান্দা তার রবকে জানা, তাঁর পরিচয় লাভ করা।

বান্দার জন্য তার রবের মারেফত লাভ করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা মহিমান্বিত কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন মানুষজন তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে, গবেষণা ও

বিশ্লেষণ করে। কুরআন মাজিদ যেন ভালভাবে বুঝে ও তার জ্ঞানসমূহের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মানুষ যখন এই কুরআন বুঝবে এবং গবেষণা করবে, তখন তো তাদের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করবে। তাকওয়ার বীজ অন্তরে বপন করবে।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

আমি এ কুরআনের মধ্যে মানুষের জন্য সকল দৃষ্টান্তই বর্ণনা করে দিয়েছি। যেন তারা অনুধাবন করে তথা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত। যেন তারা সাবধান হয়ে চলে।
(সুরা আয যুমার:২৭-২৮)

মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তাআলা মহিমান্বিত কুরআনকে মুত্তাকিদের জন্যই হিদায়াতের কিতাব বানিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন

هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকিদের জন্য। সুরা বাকারা :২

কুরআন মাজিদ হিদায়াতের কিতাব। তা তো সবার জন্যই। কিন্তু এর মাধ্যমে সঠিকভাবে উপকার অর্জন করে শুধুমাত্র মুত্তাকি পরহেজগারগণই। মুত্তাকিদের ব্যতীত অন্যান্য লোকেরা অল্পই ফায়দা অর্জন করে।

এভাবে আল্লাহ তাআলা রোজার আহকাম স্পষ্ট করার পর বলেন-

كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَآيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

'এমনিভাবে বর্ণনা আল্লাহ তার আয়াত সমূহ মানুষের জন্য করেন। যেন তারা বাঁচতে পারে। ' সুরা বাকারা :১৮৭

জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য রোজা পালন করার বিধান দিয়েছেন। যার মাধ্যমে তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে। এমন আরো বিষয় রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না, যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।
(সুরা তাওবাহ:১১৫)

সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর যে বিধানাবলি দিয়েছেন। যেগুলো তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম সেগুলো যদি তারা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তারা মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

একারণেই রাসুলদের প্রেরিত হওয়া এবং কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পর্বে দলিল-প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর নিদিষ্ট হয়নি তাকওয়ার স্তরও।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

رسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছি। যেন রাসুলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।

আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদ হল সবচেয়ে বড় দলিল যা বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলার পরিচয় দান করে। বান্দা যখন আল্লাহর কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে তখন তার নিকট আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও তাঁর কামালত বা পূর্ণতা এবং তার উত্তম নাম ও গুণাবলি সমূহ দেদীপ্যমান হয়ে উঠে। যার কারণে সে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি একপর্যায়ে সে মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহু তার 'আল-ফাওয়ায়িদ' কিতাবে লিখেন,

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। যার মাঝে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য স্বীয় গুণাবলীর মাধ্যমে নূর দান করে থাকেন। যার বিভিন্ন সুরত ও পদ্ধতি রয়েছে। যেমন-

১/ কখনো তিনি প্রভাব, মহত্ত্ব ও বড়ত্বের পর্দায় দীপ্তি দান করেন। আর তা এভাবে যে, কিতাবুল্লাহ-র তেলাওয়াত করতে করতে বান্দার শির অবনত হয়ে যায়। নফস বা প্রবৃত্তি বাধ্যগত হয়ে যায়। আওয়াজ নীচু হয়ে যায়। যেভাবে লবন পানির মাঝে গলে যায়, ঠিক তেমনি অহঙ্কার ও অহমিকা গলে পড়ে শেষ হয়ে যায়।

২/ কখনো আবার আল্লাহ তাআলা সিফাতে জামাল তথা সৌন্দর্যমূলক গুণ ও সিফাতে কামাল তথা পরিপূর্ণ গুণের মধ্যে এভাবে আলোকিত করে দেন। যেন তার নাম ও গুণাবলি সমূহ এবং কাজসমূহেও নান্দনিকতায় পূর্ণতা পৌঁছে। যা তাঁর সত্ত্বার কামালত বা উৎকর্ষতার প্রমাণ বহন করে। অনুরূপভাবে বান্দা যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন আল্লাহর মহব্বতের শক্তি তার অন্তর থেকে গায়রুল্লাহর মহব্বতকে পরিপূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দেয়। তাই বান্দা যে পরিমাণ তার রবের সিফাতে কামাল এবং সিফাতের জালাল ও জামালের মারেফত অর্জন করতে পারে, সেই পরিমাণই বান্দার অন্তর

গায়রুল্লাহর মহব্বত থেকে মুক্ত হয় এবং আল্লাহর মহব্বতে তা পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর যখন গায়রুল্লাহর মধ্য হতে কোনো জিনিস বান্দার অন্তর থেকে আল্লাহর মহব্বতকে বের করে দিতে চায়, তখন তার অন্তর ও শিরাতন্ত্রী পরিপূর্ণরূপে তা অস্বীকার করে।

যেমন কবি বলেন-

يُرادُ مِنَ القَلبِ نسيانُكُم وَتَأبى الطباعُ عَلى الناقل

'অন্তর থেকে যখন তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করা হল,
তখন স্বভাব তা স্থানান্তরে স্বীকৃতি দিল না।'

অতএব বান্দার অন্তরে স্বভাবগত ভাবেই আল্লাহর মহব্বত অবশিষ্ট থাকে। যেন কোন প্রকার লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা না থাকে।

৩/ যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত, দয়া, কৃপা, অনুগ্রহ এবং ইহসানের গুণ জ্যোতির্ময় করেন, তখন বান্দার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা পুরোদ্যমে স্বীয় রবের দিকে মনোনিবেশ করে। আর আকাঙ্ক্ষা যখন আরো তীব্রতর হয়ে যায়, বান্দা তখন আমল করার জন্য আরো বেশি পরিমাণ চেষ্টা-মেহনত করতে থাকে। যেমন-বীজ বপনকারী জমিনে বেশি শস্য উৎপন্ন হতে দেখলে, বেশি থেকে বেশি সে বীজ বপন করার আশা করে। আর যখন সেই জমিনকে শুষ্ক দেখে, তখন তার আর সেই পরিমাণ আশা থাকে না। কমে যায়।

৪/ আল্লাহ তাআলা যখন ন্যায়-ইনসাফ, প্রতিশোধ, ক্রোধ, অসন্তোষ এবং শাস্তিপ্রদানের গুণের সাথে জ্যোতির্ময় হয়, তখন নফসে আম্মারা ভয়ে ভীত হয়ে যায়। তার প্রবৃত্তি, রাগ, খেলতামাশা এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রতি আগ্রহ একেবারেই হ্রাস পেয়ে যায়। যে কারণে অহঙ্কারের লাগাম সংকুচিত হয়ে যায় আর ভয়-ভীতি ও সতর্কতার বাহন তার জিন সহ তার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে যায়। যার মাধ্যমে বান্দা তাকওয়ার স্তরকে পেয়ে যায়।

৫/ যখন আল্লাহ তাআলা বান্দার সম্মুখে সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধদাতা, অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণকারী, উপদেশদাতা, রাসুলদের প্রেরণকারী, কিতাব অবতীর্ণকারী এবং শরিয়তকে নির্ধারিত করার গুণে প্রকাশিত হয়, তখন সে তার সর্বশক্তি ও প্রত্যয় এবং স্বাতন্ত্রতাকে আল্লাহর আইন ও বিধানাবলিকে বাস্তবায়ন, দীনের প্রচার প্রসার, তাঁর জিকির ও আলোচনাকে অন্যের নিকট পৌঁছানো, আল্লাহ তাআলার দেয়া গুলোকে সত্যায়ন, আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন ও তাঁর নিষেধাবলী থেকে বেঁচে থাকার কাজে ব্যয় করে।

৬/ অনুরূপভাবে যখন আল্লাহ তাআলা শ্রবন, দর্শন এবং জ্ঞানের গুণাবলির সাথে প্রকাশমান হন, তখন বান্দার লজ্জাশক্তি জাগ্রত হয়ে যায়। সে চায় না যে, সমগ্র জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি তাকে এমন কোন কাজ সংঘটিত করতে দেখেন, যা তিনি অপছন্দ করেন। অথবা তার কাছ থেকে কোন অপছন্দনীয় আওয়াজ শুনতে পান কিংবা গোপনে তার পক্ষ হতে এমন কোন কাজ সংঘটিত হোক, যা দেখে তার রব অসন্তুষ্ট হয়ে যান। এমনকি তার সকল কাজকর্ম, চলাফেরা, চিন্তা-ফিকির শরয়ি চিন্তাধারা ও শরয়ি মানদন্ড অনুযায়ী প্রকাশিত হয়ে থাকে। আর সে কু-প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের আওতায় লাগামহীন হয় না।

৭/ যখন বান্দার সামনে আল্লাহ তাআলার প্রাচুর্য, সামর্থ্য, বান্দাদের আসবাবপত্রের ব্যবস্থাপনা, বান্দা পর্যন্ত তাঁর রিজিক পৌঁছানো, তাদের থেকে মসিবত ও বিপদাপদ দূরীকরণ, তাঁর অলি ওয়ারিশ বা বন্ধুদেরকে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ সংশ্রব থাকার গুণগুলো প্রকাশিত হতে থাকে, তখন বান্দার তাওয়াক্কুলের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে তার সকল বিষয় আল্লাহর নিকট অর্পণ করে। তাকদিরের উপর পরিপূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সে সব আমলসমূহ পুরোদ্যমে করার মন-মানসিকতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। বান্দা আল্লাহ তাআলার প্রাচুর্য, তার উত্তম নির্বাচন নির্ধারণ, তাঁর উপর ভরসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

৮/ যখন আল্লাহ রাব্বল আলামিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বড়ত্বের গুণাবলী বান্দার সামনে প্রকাশ হতে থাকে তখন বান্দার নফসে মুতমাইন্নাহ শক্তিশালী হয়ে যায়। যার

পরে সে আল্লাহ তাআলার আযমাতের সামনে পরিপূর্ণরূপে মাথানত করে দেয়। তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের সামনে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। বান্দার অন্তর এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলার আনুগত্যকারী হয়ে যায়। যার ফলস্বরূপ বান্দার উপর প্রশান্তি ছেয়ে যায়। তার অন্তর, জিহবা ও অন্যান্য অঙ্গসমূহে এবং তার চরিত্র ও অভ্যাসের মাঝে গাম্ভীর্যতা প্রভাব ফেলে। আর পরিসমাপ্তি ঘটে তড়িতপ্রবণতা এবং অপ্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতার।

সারকথা, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজস্ব পরিচয় দান করেন। কখনো নিজেকে সিফাতে উলহিয়্যাহ তথা 'তিনিই ইবাদতের যোগ্য' এই গুণ দ্বারা পরিচিত করান। কখনো আবার সিফাতে রুবুবিয়্যাহ তথা 'প্রতিপালন, রিজিক প্রদান তিনিই করেন' এই গুণ দ্বারা নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। যে কারণে তারা বিশেষতঃ আল্লাহ তাআলাকেই মহব্বত করতে শুরু করে। তাঁর সাক্ষাতপ্রত্যাশী হয়, এমনকি তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের কথা চিন্তা করতে করতেই সে খুশি ও আনন্দিত হয়ে যায়। তারা আল্লাহর ইবাদত করে আনন্দ লাভ করে ও প্রশান্তি অনুভব করে। এভাবে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বদা চেষ্টা করে যায়। আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে তাঁর সাথে নিজেদের ইখলাসপূর্ণ নিরেট ভালবাসা ও মহব্বত প্রকাশ করে। সর্বদা তাঁর জিকিরেই রত থাকে। জিহ্বাকে সদা এই জিকিরের মাধ্যমেই জাগ্রত রাখে। মাখলুক থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে খালিক তথা স্রষ্টার দিকেই রুজু হয়। পরিশেষে বান্দার অন্তরে শুধু আল্লাহ তাআলার চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে।

বান্দার নিকট আল্লাহ তাআলার সিফাতে রুবুবিয়াহ প্রকাশমান হওয়ার আবশ্যকীয় ফলাফলসমূহের অন্যতম হল, বান্দা আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করে। পরিপূর্ণরূপে তাঁর উপর ভরসা করে। নিজেকে তাঁর নিকট মুখাপেক্ষী মনে করে। সর্বদা তাঁর নিকটই সাহায্য তলব করে। সর্বদা অন্তর থেকে তাঁর প্রতি নম্রতা, একাগ্রতা এবং অক্ষমতা ও অসামর্থতা প্রকাশ করে।
[আল ফাওয়ায়িদ:৮০-৮২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ](ইবনুল কাইয়িম রহ. এর কথা শেষ হল)

২/সততার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা।

আল্লাহর ইবাদতই বান্দার অন্তরে তাকওয়ার বীজ বপন করতে পারে। চাই তা ফরয ইবাদত হোক- যেমন, নামায, রোযা, যাকাত, দুআ, মান্নত ইত্যাদি অথবা মুস্তাহাব ইবাদত হোক- যেমন, নফল ইবাদত- এ সকল কাজই তাকওয়া অর্জনে সহায়ক। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

يأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। (সূরা বাকারা: ২১)

আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য- যার ইবাদতের আদেশ করা হয়েছে। তিনিই ইবাদতের যোগ্য। কারণ, আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এরপরই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। অর্থাৎ, সকল ইবাদতের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া। সুতরাং বোঝা গেল, ইবাদত অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে।

আপনি নামায ও তার ভেতরকার আমল, কাজ ও কথাগুলো লক্ষ করলেই দেখবেন, তা-ও অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে। প্রথমে আপনি অযু করলেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। তাকবীর বলে শুরুতে কোনো দুআ পড়লেন- যাতে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব থাকে। সানা পড়লেন। এরপর সূরা ফাতেহা পড়লেন, যা কুরআনের সবচেয়ে বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ সূরা। যাতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এরপর কুরআন হতে যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করলেন। পঠিত আয়াতগুলোয় বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান কথা রয়েছে, যা আপনার সামনে আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলি, তাঁর সত্যতা ও হকের পরিচয় তুলে ধরবে। তারপর তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন এবং তাসবীহ পাঠ করে তাঁর প্রশংসা করলেন। অতঃপর سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে রুকু হতে

মাথা উঠালেন। রুকু হতে মাথা উঠানোর পাশাপাশি رَبَّنَا لَكَ احمد বলে তার প্রশংসাও করলেন এবং প্রশংসামূলক এই দুআটি পড়লেন-

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ ,

হে প্রভু! আপনি আসমান জমিন সমপরিপূর্ণ প্রশংসার মালিক আপনি যা চান পূর্ণ করেন তা পরিপূর্ণ প্রশংসা আপনার। আপনি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। আপনার প্রশংসায় বান্দা যা কিছু বলে আপনি তার চাইতেও বেশি হকদার। আমরা সবাই আপনার বান্দা। প্রভু! আপনি যা দান করেন তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। আর আপনি যা দেওয়া বন্ধ করেন তা দান করার শক্তি কারও নেই। ধনবানদের ধন আপনার সামনে কোনো কাজে আসে না। (সহিহ মুসলিম: ১: ৩৪৩)

এরপর তাকবীর বলে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক শেখানো দুআগুলো হতে কিছু পড়লেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে উভয় সিজদার মাঝে বসে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তারপর তাশাহহুদে গিয়ে কিছু অভিবাদন ও প্রশংসাসূচক বাক্য বললেন, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর প্রতি অগ্রসর হবেন। তা হলো কিছু প্রশংসাবাণী ও পবিত্র অভিবাদন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সালাত ও সালাম নিবেদন করবেন। অতঃপর কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত কিছু দুআ পড়লেন। এবং ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। আপনি এভাবে চিন্তা-ফিকির করে একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করলে তা আপনার অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করবে এবং তা বদ্ধমূল করে দেবে।

তেমনিভাবে রোযাও তাকওয়া লাভে সহায়ক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হলো, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (সূরা বাকারা: ১৮৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি রমযান মাসে পুরোটা দিন খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকলো, সে একমাত্র আল্লাহর বিধান ও ফরয আদায়ের উদ্দেশ্যেই তা করে থাকে। রোযার মাধ্যমেও তার ভেতরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অর্জনের জন্যই রোযার বিধান দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ,.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রোযা রেখে অন্যায় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকলো না, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহর কোনো স্বার্থ নেই। (সহিহ বুখারী: ১৯০৩)

সুতরাং রোযা রেখেও যদি তাকওয়া অর্জন না হয় তাহলে রোযার উদ্দেশ্যই সাধিত হলো না। ফলে তার রোযার সওয়াব তাকওয়া না থাকা কমিয়ে দেওয়া হবে। (মুখতাসারুল ফাতাওয়া আল মিসরিয়্যাহ : ২৮৯)

অন্যান্য ইবাদতও তাকওয়া অর্জনে সহায়ক। কারণ, তাকওয়ার আলো আল্লাহর ইবাদতের দিকে পথ দেখায়। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবু যর (রা)-কে যথার্থই বলেছেন। তিনি বলেন, اِتَّقِ اللهَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ অর্থাৎ, তুমি আল্লাহকে ভয় করো তাহলে বড় আবেদ হতে পারবে। (জামে তিরমিযী: ১৮৭৬)

৩/আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেও অন্তরে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। এ দুনিয়াতে তাঁর সত্ত্বার উপর প্রমাণবহন করে এমন নিদর্শন দিয়ে ভরপুর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সূর্যকে আলো দেয়ার জন্য বানিয়েছেন। চাঁদকে চমকানোর মাধ্যম বানিয়েছেন।

চাঁদ-সুরুজের অবস্থানস্থলও নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। যেন আমরা মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারি।

এভাবে আল্লাহ তাআলা রাত এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং একটি অপরটি থেকে বের করেছেন। কখনো দিন বড় হয়; রাত ছোট হয়। আবার কখনো তার উল্টো হয়ে থাকে। তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যে তাঁর কুদরতের অগণিত বড় বড় নিদর্শন রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

'তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে বানিয়েছেন। অতঃপর এর মনযিল সমূহ নির্ধারিত করেছেন। যেন তোমরা বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব চিনতে পার। আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি। কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান রয়েছ। নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে। '
(সুরা ইউনূস:৫-৬)

অনেক হাদিসে পৃথিবীতে অবস্থিত আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনগুলোর মাঝে চিন্তা-ফিকির করার প্রতি অনেক উৎসাহ দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার নিদর্শনগুলোর মাঝে চিন্তা-ফিকির করার দ্বারা বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়া অহেতুক সৃষ্টি করেননি। আদম-সন্তানের জন্য যেন ইবাদতের জায়গা হয়ে যায়, সেজন্যেই তিনি এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দুনিয়াটাই আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ সৃষ্ট ও সৃষ্টির পরিসমাপ্তি নয়। বরং এই দুনিয়ার জীবনের পর আরেকটি জীবনও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে মৃত্যুর জীবিত করে উঠাবেন। হাশরের মাঠ কায়েম করবেন।

তারা এ দুনিয়াতে যেসব আমল করেছে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান সেদিন তাদেরকে দেয়া হবে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لأولى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَتَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

'নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করে। (তারা বলে) হে রব! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। হেআমাদের রব! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে অপমানিত করলে। আর জালেমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে একজন আহবানকারীকে ইমানের প্রতি আহবান করতে শুনেছি যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ইমান আন। তাই আমরা ইমান এনেছি। হে আমাদের রব! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ ক্ষমা কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি মিটিয়ে দাও। আর সৎ লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও। '

(সূরা আলে ইমরান :১৯০-১৯৩)

৪/ কবরজগৎ, শাস্তি, আখেরাত ও তার ভীতিকর অবস্থা সম্পর্কে জানা

যখন কোনো মানুষ কুরআনের আয়াতে কারীমা ও হাদিসে রাসূল (স) বেশি বেশি অধ্যয়ন করবে যেগুলোয় কবর, হাশর ও পরকালের এমন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যার সম্মুখীন হবে মানুষ। এগুলো পড়লে অন্তরে আল্লাহর ভয় পরিপূর্ণভাবে বসে যাবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

، لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهٗ
.يُعِبَادِ فَاتَّقُونِ

তাদের জন্য থাকবে তাদের ঊর্ধ্বদিকে এবং নিম্নদিকে আগুনের মেঘমালা।

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকেই ভয় করো।
(সূরা যুমার: ১৬)

মানুষ কবর ও কিয়ামতের ভীতিকর অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগতি লাভ করলে এবং তা নিজের জন্য মনে করে অনুধাবন করলে তার অন্তর ভীত হবে। ফলে সে অসৎকাজ থেকে বিরত থাকবে।

১.মৃত্যুর সময় ও মৃত্যু পরবর্তী সময় মানুষ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়

রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এ বিষয়ে অনেক রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। যাতে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী মানুষের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেউ যদি তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করে তাহলে ইনশাআল্লাহ! তার মধ্যে তাকওয়া আসবে। যেমন হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গেলাম। নামাযের পর কবর পর্যন্ত গেলাম। যখন কবর দেওয়া হলো রাসূলুল্লাহ (স) (কিবলামুখী) হয়ে কবরের পাশে বসে গেলেন। আমরা তার চারপাশে এমনভাবে বসে গেলাম যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে ছিল একটি কাঠি, যা দিয়ে তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে জমিনের ওপর দাগ টানছিলেন। একবার আসমানের দিকে তাকান আরেকবার জমিনের দিকে তাকান। একবার চোখ উচ করেন, একবার নিচু করেন। এভাবে তিনবার করলেন। অতঃপর দুইবার কিংবা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রর্থনা করো। এরপর তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তিনি আরও বলেন, যখন কোনো মুমিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে পরকালে পাড়ি জমায়, আসমান হতে সূর্যের মতো আলোময় উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ফেরেশতারা তার কাছে নেমে আসে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতী খোশবু থাকে।

তাঁরা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে যায়। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈল (আ) এলে তার মাথার পাশে এসে বসে বলে, হে পবিত্র আত্মা! (কোনো রেওয়ায়াতে আছে, হে প্রশান্ত আত্মা!) তুমি আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেড়িয়ে এসো। তিনি বলেন, ফলে রুহ বা আত্মা মশক হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ার মতো গড়িয়ে পড়ে। তখন আযরাঈল (আ) তা নিয়ে নেন। এক বর্ণনায় এসেছে, "যখন আত্মা বেড়িয়ে আসে, আসমান এবং জমিনের মধ্যবর্তী ফেরেশতা এবং আসমানের ওপরের সকল ফেরেশতা তার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকে। তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক দরজার অধিবাসীরা আল্লাহর কাছে আবেদন করতে থাকে, তার আত্মা যেন তাদের দরজা দিয়ে উঠানো হয়।"

আযরাঈল (আ) আত্মা বের করার সাথে সাথে আসমান হতে আগত ফেরেশতাগণ বেহেশতী কাফনে তাকে যত্নের সাথে জড়িয়ে নেন। তাতে খোশবু ছড়িয়ে দেন। [এটাই কুরআনে এভাষ্যে এসেছে, تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ভুল করে না। (সূরা আনআম-৬১)] এবং ওই আত্মা হতে মিশক আম্বরের মতো সুগন্ধি দুনিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, অতঃপর ফেরেশতারা তাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যখনি তারা উক্ত আত্মা নিয়ে কোনো ফেরেশতার দলের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয় তারা জিজ্ঞেস করে, এই পবিত্র আত্মা কার? উত্তরে তারা
তাকে দুনিয়াতে যে সুন্দর নামে ডাকা হতো তা উল্লেখ করে বলে, অমুকের ছেলে অমুকের। অতঃপর প্রথম আসমান পর্যন্ত তারা উঠার জন্য অনুমতি চায়, ফলে তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক আসমানে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের ওপরের অসমান পর্যন্ত তার সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। এভাবে সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, তার আমলনামা ইল্লিয়িয়নে লিপিবদ্ধ করে নাও। কুরআনে এসেছে,

وَمَا أَدْرَيكَ مَا عِلْيُّونَ، كِتَبٌ مَّرْقُومٌ ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ.

আপনি কি জানেন ইল্লিয়্যীন কী? তা এক লিপিবদ্ধ খাতা (আমলনামা)। যারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, ফেরেশতা) তারা তা দেখাশুনা করেন।

(সূরা মুতাফফিফীন: ১৯-২১)

ফলে তার আমলনামা ইল্লিয়িয়নে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়। অতঃপর বলা হয়, তাকে জমিনের দিকে ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমি তোমাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছি এবং তাতে ফিরিয়ে আনবো এবং তা হতে পুনরায় সৃষ্টি করবো। তিনি বলেন, এরপর তার ভেতর রূহ সঞ্চারিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন, মৃত ব্যক্তির স্বজন-প্রতিবেশী তাকে কবর দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।

অতঃপর তার নিকট (কঠিন গর্জনওয়ালা) দুজন ফেরেশতা আসবে, তার পাশে বসে তাকে ধমক দিয়ে বলবে, "তোমার রব কে?” সে বলবে, "আমার রব আল্লাহ"। তারপর বলা হবে, "তোমার ধর্ম কী?" সে উত্তর দিবে, "আমার ধর্ম ইসলাম"। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে,

"তোমাদের নিকট প্রেরিত এই লোক কে?" সে বলবে, "আল্লাহর রাসূল"।

তাকে আবার বলবে, "তুমি কী আমল নিয়ে এসেছ?" সে বলবে, "আমি কুরআন পড়েছি, তার ওপর ঈমান এনেছি এবং তা সত্যায়ন করেছি"। তাকে পুনরায় প্রশ্ন করা হবে, "তোমার রব কে, তোমার ধর্ম কী এবং তোমাদের নিকট প্রেরিত লোকটি কে?” এটাই মুমিনের জন্য কবরের শেষ পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا.

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে শাশ্বত বাণীর (কালেমার) মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (সূরা ইবরাহিম-২৭)

সে উত্তরে বলবে, আমার রব আল্লাহ, ধর্ম ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ (স)। এরপর একজন ঘোষক আসমান হতে ঘোষণা দিয়ে বলবেন, "এ বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতি পোশাক পড়িয়ে দাও এবং তার সামনে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ওই দরজা দিয়ে তার কাছে জান্নাত হতে শান্তিময় বাতাস ও সুগন্ধি আসতে থাকবে এবং তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তার সামনে সুন্দর চেহারার অধিকারী, সুন্দর পোশাক পরিহিত এক সুপুরুষের আকৃতি এসে বলবে, তুমি আনন্দদায়ক এক সুসংবাদ গ্রহণ করো। তুমি আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর সন্তুষ্টির ও চিরস্থায়ী নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আজ ওই দিন, যেই দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিলো। মুমিন বান্দা তাকে বলবে, তোমাকেও আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিন। তুমি কে? আল্লাহ তোমার চেহারাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করেন। ওই সুন্দর আকৃতি বলবে "আমি তোমার নেক আমল"। আল্লাহর কসম! তোমার যে কোনো নেক আমল আল্লাহর দরবারে দ্রুত পৌঁছে যায় আর বদ আমল ধীরে পৌঁছে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খোলা হবে এবং জাহান্নামের একটি দরজা খোলা হবে। জাহান্নাম দেখিয়ে বলা হবে, তুমি আল্লাহর নাফরমানী করলে এটাই তোমার ঠিকানা হতো। আল্লাহ তোমার জন্য তার পরিবর্তে এটা অর্থাৎ, জান্নাত দিয়েছেন! সে জান্নাত দেখে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত তাড়াতাড়ি কায়েম করুন। যাতে আমি দ্রুত আমার পরিবার ও ধনসম্পদের নিকট পৌঁছতে পারি। তাকে বলা হবে, স্থির হও।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, পক্ষান্তরে কাফের বান্দা অন্য বর্ণনায় কোনো পাপী বান্দা দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে আখেরাতমুখী হলে আসমান হতে রূঢ় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতারা অবতরণ করে, যাদের চেহারা কুৎসিত ও কালো বর্ণের হয়। তাদের সাথে জাহান্নামের নোংরা নেকড়া থাকবে। তারা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে বসে। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈল (আ) এসে তার শিয়রে বসে। অতঃপর বলে, হে দূষিত ও নষ্ট আত্মা! আল্লাহর ক্রোধ ও রাগের দিকে বেড়িয়ে আয়। অতঃপর তার রূহ দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা দেহ হতে টেনে বের করা হয় যেমন অনেক ফলাযুক্ত শিক ভিজা

পশমযুক্ত চামড়া হতে বের করা হয়। ফলে তার রগ ও শিরাগুলো ছিঁড়ে যায়। এরপর আসমান-জমিনের সকল ফেরেশতা তাদের লানত করতে থাকে। তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। ওপর অভিশাপ করতে থাকে এবং আসমানের ওপরের সকল ফেরেশতারাও

আর প্রত্যেক দরজার অধিবাসীরা আল্লাহর কাছে দুআ করে যেন তার রূহ তাদের দরজা দিয়ে না উঠানো হয়। আযরাঈল (আ) রূহ নেওয়ার পর সাথে সাথে আসমান হতে আসা ফেরেশতারা তা নিয়ে যায় এবং ওই নোংরা নেকড়ায় পেচিয়ে রাখে আর তা থেকে পঁচা গন্ধ বের হতে থাকে। তারা তা নিয়ে যখন কোনো ফেরেশতাদের দল অতিকম করে তখন তারা বলতে থাকে, এটা কোন নিকষ্ট বান্দার রূহ? তারা দুনিয়াতে তার যে খারাপ নাম ছিল তা নিয়ে বলে অমুকের ছেলে অমুকের। এক পর্যায়ে তাকে নিয়ে দুনিয়ার প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দরজা খোলার অনুমতি চাইলে তা খোলা হয় না। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) তিলাওয়াত করলেন,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না- যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (সূরা আরাফ: ৪০)

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, তার নাম সিজ্জীনের দফতরে লিপিবদ্ধ করো। যা জমিনের একেবারে নিচে অবস্থিত। তারপর বলা হবে, তাকে জমিনে ফিরিয়ে নাও। কারণ, আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, জমিন হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং তা হতেই পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। এরপর আসমান হতে তার শরীরে রূহ খুব জোরে নিক্ষেপ করা হবে। এটুকু বলে রাসূলুল্লাহ (স) আবার তিলাওয়াত করলেন,

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো। (সূরা হজ : ৩১)
ফলে তার শরীরে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তার পরিবার ও স্বজনগণ তাকে কবর দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় তাদের জুতার আওয়াজও সে শুনতে পাবে।

তার নিকট (রূঢ় ও কঠোর আচরণের) দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবে এবং ধমকের সুরে বলবে, তোমার প্রভু কে? সে উত্তর দিবে, হায় আপসোস! আমি তো কিছুই জানি না। তারা বলবে, তোমার ধর্ম কী? সে বলবে, আপসোস, আমি কিছু জানি না। তারপর বলা হবে, এই লোক, যাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, তার ব্যাপারে তুমি কী বলো? সে তার নাম জানবে না। তাকে বলা হবে, ইনি কি মুহাম্মদ (স)? সে বলবে, আপসোস! আমি কিছুই জানি না। তবে লোকদেরকে এ নাম বলতে শুনেছি। অতঃপর আসমান হতে এক ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবে, সে মিথ্যা বলছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তার দিকে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। যা দিয়ে জাহান্নামের তীব্র গরম বাতাস ও দুর্গন্ধ আসবে এবং তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যাবে, যেন একদিকের পাঁজর অন্য দিকে গেঁথে যাবে।

তার নিকট দুর্গন্ধ ও বিশ্রি চেহারার এক লোক নোংরা কাপড় পরে এসে বলবে, তুমি যার অবাধ্য ছিলে তার পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করো। আজ ওইদিন যেদিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর সে বলবে, (আল্লাহ তোমাকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিন) তুমি কে? উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার খারাপ আমল। আল্লাহর কসম! তুমি নেক কাজে অলসতা করতে এবং মন্দ কাজ দ্রুত করতে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর নিকৃষ্ট শাস্তি দিন। এরপর তার ওপর অন্ধ, বধির ও মূক এমন এক ফেরেশতা চাপিয়ে দেওয়া হবে, যার হাতে এমন মুগুর থাকবে, তা দিয়ে যদি কোনো শক্ত পাহাড়েও আঘাত করা হয় তাহলে পাহাড় ধুলোবালি হয়ে উড়তে থাকবে। এরপর আল্লাহ তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। তারপর আবার আঘাত করবে। ফলে সে জোরে চিৎকার দিয়ে উঠবে, যা মানুষ ও জিন ছাড়া সকল প্রাণী শুনতে পাবে। এরপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামের

আগুনের বিছানায় শোয়ানো হবে। সে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! কেয়ামত কায়েম করবেন না? (মুসনাদে আহমদ: ১৮৫৩৪)

২. কিয়ামত দিবসের ভীতিপ্রদ অবস্থার বিবরণ

হারেস মুহাসেবি (র) কিয়ামত দিবসের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এক পর্যায়ে যখন মৃতের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং আসমান ও জমিন শূন্য হয়ে যাবে। তখন নড়াচড়া বন্ধ হয়ে সবকিছ জমাট হয়ে যাবে। তাদের শ্রবণ করার মতো অনুভতি থাকবে না। দেখার মতো কায়া থাকবে না। শুধু চির অবিনশ্বর একক সত্তা তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব নিয়ে মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী হিসেবে অবশিষ্ট থাকবেন। অতঃপর এক ঘোষকের ঘোষণার পর সকল সষ্টিজীবের আত্মা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে।

একট কল্পনা করুন তো, এই আওয়াজ আপনার কানে ও আকলে কীভাবে পৌঁছবে? আপনি আকল দ্বারা বুঝতে পারবেন যে, এটা মহামহিম রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ডাক। এই ডাকের সাথে সাথে আপনি দেখবেন, আপনার জন্য জমিন খুলে গেছে। ফলে আপনার মাথা হতে পা পর্যন্ত ধুলোমলিন হয়ে গেছে। আপনি ডাকের আওয়াজের দিকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে পায়ের পাতায় ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। সকল সৃষ্টিজীবও আশেপাশে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারাও দীর্ঘ দুর্যোগের মুহূর্তে জমিনের ধুলোয় মলিন হয়ে আছে।

আপনি তখনকার সকলের ভীতসন্ত্রস্ত ধুলোমলিন অবস্থার কথা একটু ভাবুন! সকল সৃষ্টিজীবের মাঝে নিজের ভীতসন্ত্রস্ত, চিন্তিত, দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত বিবস্ত্র একাকিত্বের কথা চিন্তা করুন। সকল সৃষ্টিজীবও নিশ্চুপ, বিবস্ত্র, পাদুকাহীন। সকলেই নিরব নিস্তব্ধ, ভীত সন্ত্রস্ত, দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত। আপনি তাদের পায়ের আওয়াজ ও ঘোষকের ফুঁৎকার ছাড়া কিছুই শুনতে পাবেন না। সকলেই সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, আপনিও তাদের সাথে লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিয়ামতের মাঠ তখন পরিপূর্ণ হয়ে সর্বযুগের জিন ও মানুষ সবাই বিবস্ত্র ও পাদুকাহীন হয়ে ভীড় করছে। সেদিন দুনিয়ার সকল রাজা বাদশাহ হতে রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তাদেরকেও লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাময়

অবস্থায় উপনীত করা হবে। তারা জমিনে যদিও সকল প্রজাদের ওপর শাসন করে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, দম্ভ ও অহংকারে যারা জনগণকে শোষণ করেছে, তারা আজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।
এরপর স্থলভাগের ও জলভাগের সকল বন্য প্রাণী ও পাহাড়ের সকল পোকা-মাকড়কে উঠানো হবে। তারা অবনত মস্তকে কিয়ামতের বিভীষিকাময় ময়দানে হাজির হবে। যারা একসময় দুনিয়াতে একাকী ও জনহীন বসবাস করতো। যারা কোনো অপরাধ করেনি। কোনো পাপও করেনি। তারাও অপরাধীর মতো মাথানত হয়ে দাঁড়াবে।

সকল হিংস্র প্রাণী এগিয়ে আসবে। যেগুলো একসময় হিংস্রতা ও দুঃসাহসিকতায় প্রসিদ্ধ ছিল, তারাও সেদিন মাথা নত করে এসে সকল সৃষ্টিজীবের পেছনে মহাসম্রাট আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবে।

সকল শয়তান এসে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াবে, যারা সারাজীবন অবাধ্য ও ঔদ্ধত্যের জীবনযাপন করতো।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টিজীবকে তাদের স্বভাব-বুচি ও গতি-প্রকৃতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করবেন এবং যারা দুনিয়াতে হিংস্র, দাপুটে, অত্যাচারী ও অবাধ্য ছিল সবকিছুই তার সামনে উপস্থিত হবে। কিয়ামতের দিন সবাই একসাথে হয়ে যাবে এবং সবাইকে বিভীষিকাময় অবস্থা অস্থির করে রাখবে।

অবশেষে যখন দুনিয়ার মানুষ, জিন, পশুপাখি, হিংস্র ও বন্য প্রাণী এবং পোকামাকড় দিয়ে কিয়ামতের ময়দান কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং হিসাব-নিকাশের অপেক্ষায় থাকবে তখন আকাশের নক্ষত্রগুলো তাদের ওপর খসে পড়বে। চন্দ্র ও সূর্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জমিন তার বাতি নিভে যাওয়ায় এবং আলো চলে যাওয়ায় ভয়ানক অন্ধকার হয়ে যাবে। আসমান সকল সৃষ্টিজীবের মাথার ওপর এসে গর্জন করে ঘুরতে থাকবে এবং সকলে এই ভীতিকর পরিস্থিতি দেখতে পাবে। অতঃপর পাঁচশত বছর দূরত্ব পরিমাণ পুরু শক্ত আসমান ফেটে ভেঙে পড়বে। তা ফেটে যাওয়ার ভয়ানক আওয়াজ আপনার কানে কেমন শোনাবে, একটু ভাবুন তো!

অতঃপর তা টুকরো টুকরো ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে কিয়ামতের পরিস্থিতিকে আরও ভয়ানক করে তুলবে। ফেরেশতাগণ চতুর্পার্শ্বে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। আসমানের ফেটে যাওয়া ও টুকরো হয়ে যাওয়ার এই ভীতিকর অবস্থার কথা একটু চিন্তা করুন, কেমন ভয়ানক হবে তা! অতঃপর আল্লাহ তাআলা ভাঙা টুকরোগুলো গলিয়ে ফেলবেন, ফলে তা কেয়ামতের আতঙ্কে রূপা ও পিতলের মতো গলে যাবে।
যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.

সেদিন তা রক্তে রঞ্জিত চামড়ার ন্যায় (লাল-গোলাপী) হয়ে যাবে।
(সূরা আর রহমান: ৩৭)

আরও ইরশাদ করেন,

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর ন্যায় এবং পর্বতসমূহ হবে ধনিত পশমের ন্যায়। (সূরা মাআরিজ: ৮-৯)

যখন আসমানের প্রকাণ্ড ও বিশাল দেহধারী ফেরেশতাগণ তাদের চারপাশ থেকে তাদেরকে হাঁকিয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য নিয়ে যাবে, তারা জোরে জোরে সেই মহান সত্তার গুণাগুণ গাইতে থাকবে, যিনি তাদেরকে একসাথে পাঠিয়েছেন। তারা নিঃস্বতা ও হীনতায় করজোর করে আল্লাহর নিকট তার সামনে পেশ হওয়া প্রশ্নের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে।

আপনি একটু চিন্তা করুন তো, এসব ফেরেশতারা বিশাল বিশাল দেহ, তাদের ভয়ানক চিৎকার দিয়ে আল্লাহর সামনে বশ্যতা স্বীকার করে মাথা নত করে থাকবে। তখন আপনি ও সকল মাখলুক এই ভয়ে থাকবেন যে, ফেরেশতারা আদেশপ্রাপ্ত হবে এবং সবাই ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, তোমাদের মাঝে কি আমাদের প্রভু

আছে? তাদের প্রশ্নে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাদের মাঝে কেউ প্রভু এই কথা ভেবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা পৃথিবীবাসীর এই ধারণা হতে আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা দিয়ে বলে উঠবে, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তিনি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তিনি অচিরেই আসছেন। এরপর তারা সকল সৃষ্টিজীবের চারপাশে মাথা নত করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি তাদের অবস্থাটা একটু ভাবুন, তারা নিজেদের ডানা দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে ফেলবে। তারা এত বড় শরীর নিয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে ঝুঁকে পড়বে। তাদের দেখাদেখি অন্য সবকিছুও নত হয়ে পড়বে। এভাবে সপ্ত আসমান পর্যন্ত। সকল আকাশের বাসিন্দাগণ সংখ্যায় অন্যদের দ্বিগুণ হবে এবং বিশাল দেহবিশিষ্ট হবে এবং আসমানের সকল ফেরেশতা সবকিছুকে এক কাতারে বেষ্টন করে রাখবে।
অবশেষে যখন হাশর ময়দান সাত আসমান ও সাত জমিনের মাখলুক দিয়ে ভরে যাবে। সূর্যকে দশ বছরের উত্তপ্ত প্রখরতা দিয়ে এক ধনুক বা দুই ধনুক মাথার উপরে নিয়ে আসা হবে। তখন আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। কেউ আরশের ছায়ায় আশ্রয় নিবে। কেউ তীব্র রোদের তাপে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেন সূর্যের সমুদ্রে ডুবে আছে। আর সূর্যের সমুদ্র তাকে গলিয়ে দিচ্ছে। সূর্যের তপ্ত আগুনে সবাই অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘামতে থাকবে।

সবাই পীড়াপীড়ি ও ঠেলাঠেলি শুরু করবে। একে অপরকে ধাক্কা দিবে। তাদের স্থান সংকীর্ণ হয়ে যাবে। তাদের পা স্বস্থান থেকে সরে যাবে। পিপাসায় তাদের কণ্ঠ ছিঁড়ে যাবে। সূর্যের তীব্রতার পাশাপাশি সবার নিঃশ্বাসের গরমে অস্থির হয়ে ভীড়ের মাঝে ধাক্কাধাক্কি করবে। ফলে শরীর থেকে ঘাম বেয়ে বেয়ে জমিনে পড়বে। জমিন ডুবে যাবে। এরপর যার যার নেক আমল ও বদ আমলের পরিণামে আল্লাহর দরবারে সকলের স্তর অনুযায়ী ঘাম তাদের ডুবিয়ে দিবে। কারও কারও টাখনু পর্যন্ত হবে। কারও হাঁটু পর্যন্ত। কারও বুক পর্যন্ত এবং কারও কানের লতি পর্যন্ত ঘাম চলে আসবে। কেউ কেউ ঘামের সমুদ্রে ডুবে যাবে এবং তাতে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মানুষ (কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, কাফের) দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার কারণে কানের লতি পর্যন্ত নিজের ঘামে হাবুডুবু খেতে থাকবে। (সহিহ বুখারী: ৬৫৩১)

আবদুল্লাহ (রা) মারফু সনদে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, নিশ্চয় কাফের সেদিন দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে নিজের ঘামে সাঁতার কাটতে থাকবে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বলবে, হে মাবুদ! আমাকে একটু বিশ্রাম দিন, জাহান্নামে দিয়ে হলেও।

হে ভাই! আপনি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। আপনি নিজেকে নিয়ে ভাবুন তো, আপনিও সেদিন অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘাম আপনার মাথার ওপর পৌঁছে গেছে। চতুর্মুখী চিন্তা পেরেশানী আপনাকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। ঘামের তীব্রতা, চিন্তা, ভয় ও উৎকণ্ঠার কারণে আপনি নিজের ভেতরে সংকীর্ণতা অনুভব করছেন। আপনার আশে পাশে সকল মানুষ জান্নাত না হয় জাহান্নাম, যে কোনো একটি ফয়সালার জন্য অপেক্ষমাণ। অবশেষে যখন আপনার ও সকল সৃষ্টিজীবের কষ্ট শেষ সীমায় পৌছবে এবং তাদের অবস্থান দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত হবে। কারও মুখে কোনো কথা থাকবে না। নিজের কোনো কিছুর প্রতি খেয়াল থাকবে না। তখন কেমন হবে?!

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ.

যেদিন সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে! (সূরা মুতাফফিফীন: ৬)

হযরত কাতাদাহ (রা) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, মানুষ তিনশত বছর দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান (রা)-কে বলতে শনেছি, সেসব কওমের কী অবস্থা হবে, যারা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আল্লাহর সামনে স্বীয় পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? তারা কোনো খাবার বা পানীয় পাবে না। অবশেষে যখন তাদের কণ্ঠ শুকিয়ে ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে এবং পেট ক্ষুধায় জ্বলতে থাকবে তখন তাদেরকে টগবগে উত্তপ্ত একটি ঝরনার দিকে ফেরানো হবে। যার তাপ অনেক তীব্র ও তার ধোঁয়া অধিক গরম হবে।

অতঃপর যখন সকলের কষ্টের সীমা সহ্যের বাহিরে চলে যাবে, তখন সবাই একে অপরকে বলতে থাকবে, এমন একজন লোক খুঁজে বের করো যে আল্লাহর নিকট এই

অসহনীয় পরিবেশ ও অসহ্যকর পরিস্থিতি হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করবে। তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাত হোক অথবা জাহান্নাম, একটা স্থানে ফিরিয়ে দেন। সবাই শঙ্কিত মনে আদম ও নূহ, তারপর ইবরাহিম এরপর মূসা ও ঈসা (আ)-এর নিকট যাবে। সবাই বলবে, আল্লাহ তাআলা আজ এত বেশি রাগান্বিত ও ক্রোধান্বিত যা তিনি আগে কখনো হননি এবং পরে কখনো হবেন না। ফলে সকলেই আল্লাহ তাআলার এই তীব্র রাগ ও ক্রোধের কথা আলোচনা করতে থাকবে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! বলতে থাকবে। আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার জন্য সবাই শুধু নিজের নফসের জন্য চিন্তা করতে থাকবে। সবাই নিজেকেই গুরুত্ব দিবে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا.

স্মরণ করুন সেদিনের কথা, যেদিন প্রত্যেকে আত্মপক্ষের সমর্থনে যুক্তি পেশ করতে আসবে। (সূরা নাহল: ১১১)

আপনি একটু সকলের চিৎকার চেঁচামেচির কথা ভাবুন! সবাই এক সাথে হাঁকডাক দিতে থাকবে। সবাই নিজেকে নিয়েই ভাববে আর বলতে থাকবে, ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! কতইনা ভয়ানক অবস্থা হবে সেদিন! আপনিও নিজেকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, নিজের মুক্তির চিন্তায় বিভোর থাকবেন। শুধু নিজেকেই আল্লাহর আযাব ও শাস্তি হতে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। আপনার কী ধারণা ওই দিনের ব্যাপারে, যে দিন আল্লাহ তাআলা আদম সফিউল্লাহ, ইবরাহীম খলীলুল্লাহ, মুসা কালীমুল্লাহ ও ঈসা রুহুল্লাহ ও কালীমাতুল্লাহকে ডাক দিবেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর দরবারে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন নবী। তারপরও তাঁরা ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! বলতে থাকবে। আল্লাহর কঠিন রাগ ও ক্রোধের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। সুতরাং আমার আপনার অবস্থা কী হবে? আল্লাহর ক্রোধের ভয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবো এবং নিজের চিন্তা ও পেরেশানিতে লিপ্ত থাকবো।

সর্বশেষ যখন সকলেই তাদের সুপারিশের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে, সবাই রাহমাতুল লিল আলামিন বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স)-এর নিকট আসবে এবং তাঁর নিকট আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার অনুরোধ করবে। তিনি তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে সুপারিশের অনুমতি চাইবেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পরবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার সকাশে তাঁর প্রশংসা ও গুণাগুণ গাইবেন। এসবকিছু আপনার ও সকল সৃষ্টিজীবের সামনে হবে। অবশেষে আল্লাহ তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন এবং দ্রুত তাদের সম্মুখীন হবেন এবং তাদের বিষয়ে ফয়সালা দিবেন।

(আত তাওয়াহহুম ওয়াল আহওয়াল, হারেস মুহাসেবী : ৫)

৫/বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা।

বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকির অন্তরকে নরম করে দেয়। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং বান্দার অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকুলের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ওই মুত্তাকী, যার যবান সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।

(আল-ওয়াবিলুল সইয়িব মিনাল কালিমিত তাইয়িব ৮৫)

তাকওয়ার উপকারিতা –

তাকওয়া বা খোদাভীতির মাধ্যমে বক্ষ প্রশস্ত হয়। অন্তর থেকে পাপের কালিমা বিদূরিত হয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু বলেন- সৎকর্ম এবং তাকওয়া অন্তরকে আনন্দিত করে। বক্ষকে প্রসারিত করে। এভাবে মুত্তাকি ব্যক্তি তার অন্তরে প্রশস্ততা ও প্রফুল্লতা অনুভব করে; যা ইতিপূর্বে ছিল না। যখন সে ব্যক্তি নেককাজ, তাকওয়া ও ইহসান, বদান্যতা এসব ভাল কাজ ব্যাপকভাবে করতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেন। এর বিপরীতে পাপ ও কার্পন্যতা থেকে বিরত থাকে। প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে নিজেকে দমন করে রাখে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

যেমন হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির মত, যারা লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কব্জায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছে করে, তখন বর্মটি তার দেহের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছে করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হস্ত কণ্ঠের সঙ্গে লেগে যায়। অতঃপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি নবি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না।
[সহিহ আস-সহিহ, আল-বুখারি: ২৯১৭, সহিহ মুসলিম: ১০২১]

কৃপণ ব্যক্তি ফাসাদ ও পাপাচারের মাধ্যমে তার আত্মাকে শরীরের ভেতরে এমনভাবে একভাজকে আরেক ভাজের সাথে লেপ্টে দেয় যে, মৃত্যুর সময় তার শরীর থেকে আত্মাকে এমনভাবে টেনে আনা হয় যেমন ভেজা পশম থেকে কাঁটা টেনে বের করে আনা হয়।

এর বিপরীতে মুত্তাকি ব্যক্তির পবিত্র আত্মা, যা উচু স্তরে পৌঁছে যায় এবং মর্যাদা অর্জন করে নেয়।

মৃত্যুর সময় তার আত্মা মশকের মুখ থেকে পানি বের করার মত অথবা আঁটার খামির থেকে চুল বের করার মত আত্মাকে বের করা হয়।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন-

নেক কাজ করলে হৃদয়ে নূর অর্জিত হয়। চেহারা উজ্জ্বল হয়। শরীরে শক্তি সঞ্চার হয়। রিজিকে প্রশস্ততা লাভ হয়। মাখলুকের অন্তরে নেককার ব্যক্তির প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর পাপকাজ করলে হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। চেহারা উজ্জ্বলতা চলে যেতে থাকে। শরীরে দুর্বলতা অনুভূত হয়। রিজিকে সংকীর্ণতা আসে। মাখলুকের অন্তরে পাপী ব্যক্তির জন্য ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরি হয়। [তাফসিরু ইবনিল কায়্যিম: ৭৫১]

আল্লাহ ﷻ বলেন-

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا

যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। [সূর আ'রাফ-৫৮]

এটা হল কূপন ও মুনাফিকের দৃষ্টান্ত।

১/ তাকওয়া ফলে হিদায়ত লাভ হয়।

আল্লাহ ﷻ বলেন-

الم - ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

'আলিফ-লাম-মীম। এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।" (সূরা বাকারা ২:১-২)

২/ তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দার কাজকর্ম সহজ হয়ে যায় ও রিযিক বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন -

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তা হলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম।"
(সূরা আল-আ'রাফ ৭:৯৬)

আল্লাহ তাআ'লা বলেন -

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে বেরোবার)কোনো না কোনো পথ খুলে দেবেন এবং তাকে বিয়িক দেবেন তার ধারণাতীত উৎস থেকে। "
(সূরা আত-তালাক ৬৫:২-৩)

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার কাজকর্ম সহজ করে দেবেন।"
(সূরা আত-তালাক ৬৫:৪)

৩/ তাকওয়ার মাধ্যমেই বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্ত সুখ উপভোগ করবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন-

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে জান্নাত, তার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সঙ্গী। এবং তারা লাভকরবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর প্রখর নজর রাখেন।"
(সূরা আল-ইমরান ৩:১৫)

আল্লাহ ﷻ বলেন –

.. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করো, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।"(সূরা আল-ইমরান ৩:১৩৩)

আল্লাহ ﷻ বলেন-

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا

"এ তো সেই জান্নাত, যা আমি আমার মুত্তাকি বান্দাদের দান করব।"(সূর মারইয়াম ১৯:৬৩)

আল্লাহ ﷻবলেন -

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

"আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে)তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"
[সূরা যুমার ৩৯:৭৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى

"(হে নবি,) বলুন, পার্থিব সুখশান্তি তো সামান্যই। অথচ মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতের আবাসস্থল উত্তম।"
[সূরা আন-নিসা ৪:৭৭]

৪/ তাকওয়ার ফলে আসমান ও জমিনের বরকত দুনিয়াবাসীর জন্য উন্মুক্ত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَوْ أَنَّ اَہْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاء
وَالْأَرْضِ

"আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম।" (সূরা আরাফ: ৯৬)

৫/ মানুষ তাকওয়া অর্জনের ফলে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় ও তা বুঝার তাওফিক লাভ করে।

আল্লাহ বলেন: "হে মু'মিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন।" (সূরা ফুরকান: ২৯) ফুরকান অর্থ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করার জ্ঞান। তিনি আরো বলেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ .

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে।" (সূরা হাদীদ: ২৮)

৬/ তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পাওয়া যায়।

তিনি ﷻ বলেন,

* بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"যে ব্যক্তিই তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহরআল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন হবে। কারণ আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।"[সূরা আল-ইমরান ৩:৭৬]

৭/ তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় আল্লাহ তাআলার নৈকট্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

"আর আমার অনুগ্রহ সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে। সুতরাং আমি তা মুত্তাকিদের জন্য লিখে দেব।"[সূরা আল-আরাফ ৭:১৫৬]

৮/ আল্লাহ সর্বদা মুত্তাকি বান্দাদের সঙ্গে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন। "
(সূরা বাকারা ২: ১৯৪)

* إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও সৎকর্ম করে।"
(সূরা আন-নাহল ১৬: ১২৮)

৯/ সকল বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হবে, শুধু মুত্তাকীদের বন্ধুত্ব ব্যতীত।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

الَّا خِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"সেদিন বন্ধুরা একে অন্যের শত্রু হবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।"
(সূরা যুখরুফ :৬৭)

১০/ তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহরআল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রেহাই পায়।

فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"অতএব, যারা আল্লাহকে ভয় করে ও নিজেদের সংশোধন করে, তাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই।"
(সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৩৫)

১১/ বান্দা সহায়-সম্বলহীন হোক কিংবা হতদরিদ্র (তাতে কিছুই আসে যায় না)। কেবল তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কাফিরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে মনোমুগ্ধকর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ঈমানদারদেরকে উপহাস করে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাকওয়াবানরাই তাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় থাকবে।"
(সূরা আল-বাকারা ২: ২১২)

১২/তাকওয়া থাকলে বান্দার আমল সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়।

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"(হাবিল ইবনু আদম আ. বললেন,) আল্লাহ শুধু মুত্তাকিদের থেকেই (কুরবানী) কবুল করেন।"
(সূরা আল-মাইদা ৫: ২৭)

১৩/ আখিরাতে মুত্তাকীদের জন্য নিরাপদ স্থান, জান্নাত ও স্বর্ণাধারা থাকবে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينٍ فِي جَنْتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ اسْتَبْرَقٍ مُّتَقْبِلِينَ كَذٰلِكَ وَ زَوَّجْنُهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ يَدْعُوْنَ فِيهَا بِكُنِ فَاكِهَةٍ أَمِنِينَ لَا يَذُوقُوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ ، الْأُولَى وَوَقَهُمْ عَذَابَ الجحيم

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমি বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হুরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন।" (সূরা দুখান: ৫১-৫৬)

১৪/ তাকওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণ গুনাহও মাফ হয়ে যায়।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

"আহলুল কিতাব (ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান জাতি) যদি বিশ্বাস করত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তা হলে আমি তাদের পাপ ক্ষমা করে দিতাম।"
(সূরা আল- মাইদা ৫: ৬৫)

. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন ও তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেবেন।"
(সূরা আত-তালাক ৬৫: ৫)

১৫/ জাহান্নামের শাস্তি থেকে বান্দার বাঁচার মাধ্যম হলো তাকওয়া।

وإن منكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا *ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا

* وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

"তোমাদের প্রত্যেকেই তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে। এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তারপর আমি তাকওয়া অবলম্বনকারীদের এ থেকে মুক্তি দেব আর জালিমদেরকে তার মধ্যে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়।"(সূরা মারইয়াম **১৯ : ৭১-৭২**)

১৬/ তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দার পরিসমাপ্তি সুন্দর হবে।

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ

لِلْمُتَّقِينَ

"আখিরাতের সেই নিবাস আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা জমিনে অহংকার ও অপরাধ করে না। সর্বোত্তম পরিণতি মুত্তাকিদের জন্যই।" (সূরা আল- কাসাস ২৮ : ৮৩)

* وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

"(হে নবি,) আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই আপনাকে দিই। আর সর্বোত্তম পরিণতি তো তাকওয়াবানদের জন্যই। (সূরা ত্বহা ২০ : ১৩২)

১৭/ তাকওয়ার ফলে মুত্তাকীরা আখিরাতের মহাভীতির কারণে পেরেশান হবে না। তাদের সাথে ফিরিশতারা সাক্ষাত করবে।

আল্লাহ বলেন:

الَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবি জীবনে এবং আখিরাতে।" (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৪)

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ

تُوعَدُونَ

"মহাভীতি তাদেরকে পেরেশান করবে না। আর ফিরিশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, 'এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।" (সূরা আম্বিয়া: ১০৩)

১৮/ তাকওয়ার কারণে বান্দা উভয় জাহানে মহাপুরস্কার ও সুসংবাদ লাভ করে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ *لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সুসংবাদ রয়েছে।" [সূরা ইউনুস ১০ : ৬৩-৬৪]

وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তা হলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান। " [সূরা আল -ইমরান ৩ : ১৭৯]

তাকওয়ার ব্যাপারে আলি (রা.) উক্তি ~

আলি ইবনু আবী তালিব (রা.) বলেন, "তাকওয়া অবলম্বন করুন। কারণ, এটি বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অধিকার। তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাইতে হয়। তাকওয়া আজ একটি ঢাল হিসেবে কাজ করছে, আগামীকাল এটি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। "

তিনি আরও বলেন, "হে আল্লাহ তাআলার বান্দারা! তাকওয়া আল্লাহ তাআলার বন্ধুদেরকে তাঁর নিষেধকৃত বস্তু থেকে দূরে রাখে। আর অন্তরে তাঁর ভয় সৃষ্টি করে। এর ফলে বান্দা রাতে জাগ্রত ও দিনে তৃষ্ণার্ত থাকে (সালাত ও সিয়ামের মাধ্যমে)। ক্লান্তি থেকে প্রশান্তি আর তৃষ্ণা থেকে তৃপ্তি লাভ হয়। মুত্তাকিগণ সময়ের সংক্ষিপ্ততা নিয়ে সচেতন বলে কাজে ত্বরা করে। অলীক কল্পনা পরিত্যাগ করে মৃত্যুর ব্যাপারে সচেতন থাকে।"
(নাহজুল বালাগাহ)

তাকওয়া অর্জনের উপায় ও মাধ্যম-

কেউ আল্লাহকে পরিপূর্ণ ভয় করতে পারবে না, যদি যে ভয় করার পন্থা বা উপায় সম্পর্কে অবগত না থাকে।কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে এবং সাহাবা (রা:)-এর উক্তিমালা দ্বারা তাকওয়ার বেশ কিছু মাধ্যম জানা যাচ্ছে। তন্মধ্যে আল্লাহর তাওফিকে তাকওয়া অর্জনের কতিপয় উপায় ও মাধ্যম উপস্থাপন করা হলো:-

১/ আল্লাহর পথের অনুসরণ করা এবং অন্যান্য পথ বর্জন করা।

মহান আল্লাহর অটল ও অটুট নিয়ম-কানুনসমূহের মধ্যে একটি হলো এ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের অনুসরণ করে এবং অন্যান্য পথ বর্জন করে, তিনি তাকে মুত্তাকীদের আওতাভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। মহান আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেন:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ কর না, করলে তা তোমাদের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা সাবধান হয়ে যাও" [আল-আনআম: ১৫৩]

শায়খ কাসিমী স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন (ذلكم) দ্বারা আল্লাহর পথের অনুসরণ এবং অন্যান্য পথ বর্জন করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [তাফসীরুল কাসিমী: ৬৭৮৭]

শায়খ 'সাদী লিখেছেন (ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ تَتَّقُون)যখন তোমরা আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়াবলি স্বীয় ইল্ম ও আমলে পরিণত করবে, তখন তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার মুত্তাকী ও মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
[তাফসীরুস সা'দী: ২৮৩-২৮৪]

২/ মৃত্যুর মুরাকাবা করা।

দিন অথবা রাতের কোন এক সময়ে নির্জনে বসে এই কথার খেয়াল করতে থাকব যে, আমি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। পাড়া প্রতিবেশী, নিকটআত্মীয় সকলে আমার চার পাশে বসা। আমার রূহ নেওয়ার জন্য আজরাঈল আ. এসেছেন। আমি মৃত্যু বরণ করলাম। কাফন পরিধানের পর আমাকে দাফনের জন্য নেয়া হচ্ছে। কবরে রাখা হলো। যা অন্ধকার নির্জন এক ঘর। ফেরেশতা আসলেন, হিসাব নেয়ার জন্য। যদি তাঁর প্রশ্নের জবাব ঠিকমত দিতে পারি তাহলে আমার মুক্তি অন্যথায় এই কবর হবে জাহান্নামের একটা টুকরা। যা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ থাকবে না। এই কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করবে। তাহলে অন্তর থেকে দিন দিন অলসতা দূর হতে থাকবে। অন্তর আল্লাহ মুখী হবে। হাদীসে পাকের মধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

(أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت(رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه

তোমরা সকল সুখ-স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর।(তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)

মৃত্যুকে আমরা ভুলব না; বরং তা বেশি বেশি স্মরণ করব। তাই আমরা প্রতিদিন সকাল অথবা সন্ধায় সামান্য সমসাহচর্যের প্রভাবের অস্বীকার অসম্ভব। আমাদের নবী ﷺ এরশাদ করেন-

.الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل

ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কী ধরনের বন্ধু নির্বাচন করেছে।

হাদীসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল ﷺ এরশাদ করেন-

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا
طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة

(صحيح مسلم البر والصلة والأدب باب اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَمُجَانَبَةِ قُرَنَاءِ السَّوْءِ)

উত্তম ও অধম লোকের সংস্পর্শের দৃষ্টান্ত আতর বিক্রেতা ও কামারের হাঁপরে ফুঁ দানকারীর মত। আতর বিক্রেতা তোমাকে এমনিতেই একটু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে ক্রয় করবে আর তা না হলে অন্তত তুমি তার থেকে সুঘ্রাণ পাবে। আর কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার পোশাক পুড়িয়ে দিবে অথবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ অবশ্যই পাবে।(মুসলিম)

এই হাদীসে আতর বিক্রেতা সৎ বন্ধুর মত, আর কামারের হাঁপরে ফুঁ দানকারী অসৎ বন্ধুর মত।

ইয়ামানের সম্ভ্রান্ত প্রসিদ্ধ একটি গোত্রের নাম দাওস। এই গোত্রের সরদার ছিলেন তোফায়েল ইবনে আমর দাওসি রা.। তিনি বলেন, একবার আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং প্রতিমাদের কাছ থেকে বরকত অর্জনের জন্য মক্কায় গমন করলাম। আমার আগমনের সংবাদ পেয়ে কুরাইশ সরদাররা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে আসলেন। আমি তাদের আচরণে মুগ্ধ হলাম। এরপর সকল সরদার একত্রিত হয়ে বললেন-
হে তোফায়েল! তুমি তোমার গোত্রের সরদার। আমাদের শহর মক্কায় আগমন করেছ। অথচ বর্তমান মক্কার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানো না। তাই তোমাকে মক্কার অবস্থা জানানোর জন্যই আমরা একত্রিত হয়েছি।

হে তোফায়েল! মনযোগ দিয়ে শোন, মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেকে নবী দাবী করছে। সে আমাদের প্রতিটি কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

আমাদের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করছে। সুতরাং আমরা আশঙ্কা করছি যে, সে তোমার গোত্রে গিয়ে ঐক্য ও একতাবদ্ধতা নষ্ট করবে। তাই তুমি তার সাথে কোন

কথা বলবে না এবং তার কোন কথাও শুনবে না। কেননা তার কথার দ্বারা পিতা-পুত্রের, ভাই-বোনের ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়।

তোফায়েল বললেন, তাদের কথা শুনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি তাঁর কাছে যাব না, তাঁর কোন কথাও শুনব না।

তোফায়েল বললেন, কোন এক সময় বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবার নিকট নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলাম। তবে তিনি যে নামায আদায় করছেন তা আমাদের নামায নয় এবং তাঁর ইবাদত আমাদের ইবাদতের মত নয়। কিন্তু তাঁর নামায আমাকে প্রভাবিত করল। তাঁর ইবাদত আমাকে আলোড়িত করল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একেবারে কাছে। কোরআনের কিছু আয়াত শুনতে পেলাম। যার ফলে আমার আন্তরিক অবস্থা পরিবর্তন হলো। সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করে ফেললাম।

নিজেকে নিজে সম্বোধন করে বললাম-

হে তোফায়েল! তুমি তো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি, তুমি কেন তাঁর কথা শোনা থেকে বিরত থাকছ?

কথা যদি ভালো হয় তাহলে তা গ্রহণ করবে। আর যদি খারাপ হয় তাহলে বিরত থাকবে।

এরপর আমি তাঁকে ও তাঁর আমল পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। ইবাদত শেষে যখন বাড়ির দিকে রওনা হলেন আমিও তাঁর পিছু পিছু রওনা হলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে আমিও প্রবেশ করলাম। এরপর তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম-

হে মোহাম্মদ! আপনার দ্বীন আমার সামনে পেশ করুন। তখন তিনি সূরা এখলাস ও ফালাক তেলাওয়াত করে আমাকে দিক নির্দেশনা মূলক কিছু নসিহত করলেন। আমার সামনে দুনিয়া ও আখিরাতের বাস্তবতা তুলে ধরলেন।

আমর দাওসী বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তার কথার চেয়ে উত্তম কোন কথা শুনি নি এবং তার ধর্ম থেকে সঠিক কোন ধর্ম আমি পাই নি। তাই আমি এই ধর্ম গ্রহণ করার জন্য এবং এই কথার

لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমার দু'হাত প্রসারিত করলাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনলাম।

মক্কার কাফের কোরাইশরা চেয়েছিল যে, আমর দাওসীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ফিরিয়ে রাখতে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সোহবতের ছায়াতলে সামান্য সময় বসে একজন কাফির মুসলমান হয়ে গেলেন সুবহানআল্লাহ।

৪/ শরিয়তকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার ওপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদের যে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাকে আঁকড়ে ধরো সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে, তা মনে রেখো- যাতে তোমরা ভয় করো'।

৫/ নামাজ আদায় করা।

আল্লাহ বলেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى

'আপনি আপনার পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণম শুভ। (সূরা ত্বহা : ১৩২)

৬/ প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী।

আল্লাহ বলেন-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'সৎ কাজ শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড়ো সৎ কাজ হচ্ছে আল্লাহ, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতা এবং সকল নবি-রাসুলের ওপর ইমান আনা। আল্লাহকে ভালোবেসে আত্মীয়স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য ব্যয় করা। যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দান করে; যারা কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে; অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈযধারণ করে, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকি। (সূরা বাকারা :১৭৭)

৭/ রোজা রাখা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। ' (সূরা বাকারাহ :১৮৩)

৮/ ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো, আর এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। ' (সূরা মায়েদা : ৮)

৯/ ক্ষমা করে দেওয়া।

আল্লাহ বলেন-

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে-সে (অর্থাৎ, স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা করো, তবে তা হবে তাকওয়ার নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তার সবই অত্যন্ত ভালো করে দেখেন। ' (সূরা বাকারাহ : ২৩৭)

১০/ সত্য কথা বলা।

আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। '
(সূরা আহজাব :৭০)

১১/ সত্যের পক্ষে সমর্থন জানানো।

আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।' (সূরা তাওবা : ১১৯)

১২/ প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।

আল্লাহ বলেন-

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

'যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং মুত্তাকি হবে, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। '

(সূরা আলে- ইমরান :৭৬)

১৩/ জাকাত প্রদান করা।

আল্লাহ বলেন-

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

'দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার আজাব তারই ওপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেবো যারা ভয় রাখে, জাকাত প্রদান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। '
(সূরা আরাফ : ১৫)

১৪/ দান- সদকা করা।

আল্লাহ বলেন-

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

'আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ইমান রয়েছে, তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভালো জানেন। '
(সূরা তাওবা : ৪৪)

শেষ কথা-

আমরা যেখানেই থাকি আমাদের তাকওয়া অবলম্বন কথা উচিত। তাকওয়া না থাকলে কেউ মুত্তাকী হতে পারে না। আমাদের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে ভয় করা উচিত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তার গুনাহের পরিমাণ কম থাকে। সতর্ক পথচলা: হজরত ওমর (রা.)-এর ভাষায় কাঁটাবন ঘেরা সরু পথে যেভাবে সাবধানে চলতে হয়, যাতে গায়ে কাঁটা না ফোটে; তেমনি দুনিয়ার জীবনে পাপের কাঁটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাই হলো তাকওয়া।

সর্বত্র আল্লাহর উপস্থিতি: বান্দা গোপনে-প্রকাশ্যে সবসময় আল্লাহকে দেখছে এই অনুভূতি নিয়ে জীবনযাপন করা অথবা আল্লাহ তাকে দেখছেন এই বিশ্বাসে অটল থাকা।

বিপদ থেকে উত্তরণ: কোরআনে বলা হয়েছে, যে আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে), আল্লাহ তার জন্য সব সংকট থেকে মুক্তির পথ তৈরি করে দেন এবং ধারণাতীত উৎস থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করেন।
আল্লাহ ﷻ আমাদের সবাইকে তাকওয়া অবলম্বন করার তৌফিক দান করেন মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত করেন আমিন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ